চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 27 June 2019 ■ আগরতলা, ২৭ জুন, ২০১৯ ইং ■ ১১ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা, ভোট ২৭ জুলাই, গণনা ৩১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়েছে। আগামী ২৭ জুলাই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হবে আগামী ১ জুলাই। বুধবার বিকালে রাজ্য সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জি কে রাও নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেন। নির্ঘন্ট অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে ৮ জুলাই। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে ৯ জুলাই। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১১ জুলাই। ২৭ জুলাই সকাল ৭টা থেকে ভোট নেওয়া হবে এবং ভোটগ্রহণ চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ভোট গণনা হবে ৩১ জুলাই। ওইদিন সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। ৫ আগস্ট-র পূর্বে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, সরকারি ছুটির দিন ছাড়া ১ জুলাই থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসারদের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। তাঁর কথায়, ভোট নেওয়া হবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য থাকবে সাদা রঙের, পঞ্চায়েত সমিতির জন্য থাকবে গোলাপী রঙের এবং জিলা পরিষদের জন্য থাকবে সবুজ রঙের ব্যালট পেপার।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জি কে রাও নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা দেন। ছবি নিজস্ব।

তিনি জানান, আট জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তারা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের (ডিইও) দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি জিলা পরিষদের আসনগুলির রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বও পালন করবেন। এছাড়া, ৩৫টি ব্লকের বিডিওগণ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির আসনগুলির রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বলেন, এই ৩৫টি ব্লক হচ্ছে যুবরাজনগর, কদমতলা, কলাছড়া, পানিসাগর, গৌরনগর, চণ্ডিপুর, কুমারঘাট, আমবাসা, সালেমা, দুর্গাচৌমুহনি, খোয়াই, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, জিরানীয়া, বামুটিয়া, মোহনপুর, পুরাতন আগরতলা, ডুকলি, বিশালগড়, ব'নগর, নলছড়, কাঁঠালিয়া, মোহনভোগ, চড়িলাম, অমরপুর, কাকড়াবন, মাতাবাড়ি, তেপানিয়া, বকাফা, জোলাইবাড়ি, ঋষ্যমুখ, রাজনগর, বি সি নগর, সাতচাঁদ এবং পোয়াংবাড়ি।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তারিত তথ্য তুলে জি কে রাও বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যে ৫৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,৩৯২টি কেন্দ্রের ৬,১১১টি আসনের, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪১৯টি এবং ৮টি জিলা পরিষদের ১১৬টি আসনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা বেড়েছে ত্রিপুরার, প্রথম স্থান দখল উত্তরপূর্বাঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রাজ্যের কর্মক্ষমতা ক্রমবর্ধমান। তাই, বার্ষিক ক্রমবর্ধমান কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মণিপুর। নীতি আয়োগের প্রকাশিত রিপোর্টে এই তথ্য মিলেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রগতি হচ্ছে। শিশুর মৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু, প্রসবকালীন গর্ভবতীর মৃত্যু রোধ করা এবং অপুষ্টি, টিকাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সকলের কাছে পৌছে দিতে পেরেছে ত্রিপুরা। তাই, নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে এগিয়ে রেখেছে।

এদিকে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমগ্র বিষয়ে পূর্বোত্তরে প্রথম স্থান অর্জন করেছে মিজোরাম। এ-ক্ষেত্রেও মণিপুর দ্বিতীয় স্থান অর্জন করতে পেরেছে। পূর্বোত্তরের অন্যান্য রাজ্যগুলি নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কোন র্যাঙ্ক দখল করতে পারেনি।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গোটা দেশের নিরিখে সার্বিকভাবে কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র শীর্ষ স্থান দখল করতে পেরেছে। এছাড়া, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং ঝাড়খন্ড বার্ষিক বৃদ্ধিমূলক কর্মক্ষমতায় শীর্ষ স্থানে স্থান করে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরার এই সাফল্য নিশ্চিতভাবে রাজ্যে চিকিৎসার পরিসর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কারণ, নীতি আয়োগের প্রস্তাবেই রাজ্যগুলি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে, ত্রিপুরাও ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যের ডিগ্রী কলেজগুলিতে প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। বুধবার থেকে রাজ্যের সব ক'টি ডিগ্রি কলেজে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া ২৬ থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত চলবে। ভর্তি হওয়ার জন্য যারা আবেদন করেছিলেন মেধার ভিত্তিতে তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায় যারা ভর্তির জন্য মনোনিত হয়েছে একমাত্র তাদেরকেই বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভর্তি করানো হবে। এর পরে ভর্তি করা হবে অপেক্ষমান তালিকায় যারা রয়েছে সেইসব ছাত্র ছাত্রীদের। আগরতলা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা জানান এবছর গত শিক্ষা বর্ষের মতোই ভর্তি করা হচ্ছে। মহিলা কলেজের প্রায় ১৩০০ ছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষা।

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ২৬ জুন ।। পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন পাঁচজন। দুটি দুর্ঘটনাই ঘটেছে জাতীয় সড়কে। একটি বড়মুড়া পাহাড়ে এবং অন্যটি তেলিয়ামুড়া বাজারে।

আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে বড়মুড়ায় খামতিংবাড়িতে পথ দুর্ঘটনায় দুইজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতরা হল চাম্পি দেববর্মা ও সুরজিৎ দেববর্মা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। জানা যায়, তাদের বাড়ি জিরানিয়া থানাধীন নোয়াবাদী এলাকায়। তারা টিআর০১-কেএইচ- ৫৩৮৭ নম্বরের একটি স্কুটি নিয়ে তেলিয়ামুড়ায় মামার বাড়ি যাচ্ছিলো। চাম্পি দেববর্মার সঙ্গে স্কুটিতে চেপেছিল তারই বন্ধু সুরজিৎ দেববর্মা। স্কুটি নিয়ে বড়মুড়ার খামতিংবাড়ি এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে স্কুটির ধাক্কা লাগে। তাতে স্কুটি নিয়ে ছিটকে পড়ে দুইজনই গুরুতরভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজনরা ছুটে যান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশও। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে চাম্পি দেববর্মার অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। দ্রুতবেগে স্কুটি ও লরি চলার ফলেই সামনাসামনি এসে পৌঁছলে তারা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। এর ফলেই এই দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ব্যাপারে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে।

এদিকে, আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া যাওয়ার পথে বিকাল তিনটা নাগাদ তেলিয়ামুড়ার দক্ষিণবাজার এলাকায় বাইক ও মারুতীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। মারুতী গাড়ীটি বিদ্যুৎতের খুঁটির সাথে ধাক্কা লাগে। তাতে গাড়ির তিনজন গুরুতর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে রামচন্দ্রঘাটে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৬ জুন।। পানীয় জলের তীব্র সঙ্কটে জেরবার ২৪ রামচন্দ্রঘাট এলাকার বেলফাং এলাকার বাসিন্দারা। গত প্রায় ৫ দিন যাবৎ জলকষ্ট তীব্র তর আকার ধারন করেছে। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে বুধবার সকালে খোয়াই-আগরতলা সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। জলের পাত্র রাস্তায় রেখে সড়ক অবরোধে বসে বাসিন্দারা। জলের সমস্যা নিরসনের দাবি জানাতে থাকে পথ অবরোধ কারীরা। দুই ঘণ্টা ধরে চলা অবরোধের জেরে সকালে এই সড়কে যান চলাচল ব্যহত হয়। বেলফাং এলাকায় চলা পথ অবরোধের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি অবরোধ স্থলে যান ২৪ রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্রের বিধায়ক প্রশান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়না দাসের মৃত্যু রহস্য নিয়ে উদ্বিগ্ন মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন টাউন প্রতাপগড়ে নয়না দাস দেব নামে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বিগ্ন রাজ্য মহিলা কমিশনও। গত ১৯ জুন ওই মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ তার নিজ বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছিলো। টাউন প্রতাপগড়ের গৃহবধূ নয়না দাস দেব এর মৃত্যুর ঘটনাকে একটি হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ এনেছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনেরা।

গৃহবধূ নয়না দাস দেবের উপর বিয়ের পর থেকেই নির্যাতন শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। এরই শেষ পরিণত ঘটেছে গত ১৯ই জুন। এ ধরনের গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর নেতৃত্বে কমিশনের এক প্রতিনিধি দল বুধবার মৃতার বাপের বাড়ি কাঁঠালতলীতে যায়। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মৃতার মা-বাবা সহ আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন।

মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এ ধরনের ঘটনার তীব্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হল ভারত

মুম্বই, ২৬ জুন।। রাষ্ট্রসংঘে বড় ধরনের কূটনৈতিক জয় হল ভারতের। বিনা ভোটাভুটিতে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হল ভারত। অস্থায়ী সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতকে সমর্থন করল এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ৫৫টি দেশই।

বুধবার সকালে টুইট করে এই খবরটি দিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ আকবরউদ্দিন। সমর্থনের জন্য এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ৫৫টি দেশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচটি দেশ। আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। সেখানে বাকি দশটি আসন রয়েছে অস্থায়ী সদস্য দেশগুলির জন্য। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দেশগুলিকে দু'বছরের অস্থায়ী সদস্যপদ দেওয়ার জন্য ফিবছর নির্বাচন হয় রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদে। ভারত নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হবে ২০২১ এবং ২০২২ সালের জন্য। বাকি ৯টি আসনে কোন কোন দেশ অস্থায়ী সদস্যপদ পাবে, তা চূড়ান্ত হবে আগামী বছরের জুনের ভোটাভুটিতে। এর আগেও ভারত সাত বার অস্থায়ী সদস্য হয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদের। ১৯৫০-'৫১, ১৯৬৭-'৬৮, ১৯৭২-'৭৩, ১৯৭৭-'৭৮, ১৯৮৪-'৮৫, ১৯৯১-'৯২ এবং ২০১১-১২-এ। কিন্তু প্রত্যেক বারই ভোটাভুটির মধ্যে দিয়ে সদস্য হতে হয়েছিল।

পঞ্চায়েত ভোট: প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত বিরোধীরা, বিজেপির ঘোষণা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে আজ। কিন্তু, বিরোধীরা এখনো প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেনি। কারণ, তারা ভয়মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন হোক, এই দাবিতে সুর চড়াচ্ছেন। অন্যদিকে, শাসক বিজেপি প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এক কদম এগিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দলের প্রদেশ সদর কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেবে বিজেপি। সূত্রের খবর, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে শাসক জোটের বড় শরিক বিজেপি।

আগামী ২৭ জুলাই রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জে কে রাও ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা দিয়েছেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বিরোধীরা ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট হোক চাইছেন। কারণ, ত্রিপুরার সার্বিক পরিস্থিতির উপর প্রার্থী ঘোষণা এবং ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি করেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর।

বিজন ধরের কথায়, গত দেড় বছরে প্রত্যেকটি নির্বাচনে প্রহসন হয়েছে। ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। ফলে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার ব্যক্তিক্রম হবে বলে নিশ্চিত হতে পারছি না। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠি দিয়েছি। রাজ্যে শান্তির পরিবেশ সুনিশ্চিত করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছি। তাতে, গণতন্ত্র রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের দাবি মেনে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। প্রার্থী বাছাই সম্পর্কে বিজনবাবুর বক্তব্য, নানা স্থানে দলীয় নেতারা প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। শীঘ্রই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। তাঁর দাবি, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাই সংগ্রাম। জয়-পরাজয় এখনই বলার সময় আসেনি।

এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকেই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি জানান, প্রার্থী বাছাইয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। তিনি আরও জানান, নির্বাচন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

অন্যদিকে, বিরোধীদের দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে শাসক দল বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র বলেন, অজুহাত খুঁজে চলেছে বিরোধীরা। কারণ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবি আদায়ে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যকে ঘেরাও করল এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা শেষে দাবি পূরণ না হাওয়ায় আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যকে ঘেরাও করেছে ছাত্র সংঘটন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ছাত্র সংঘটনের ছাত্ররা উপাচার্য্য ভি এল ধাঁরুরকারকে ঘেরাও করে রাখেন। শেষে দাবি পূরণে কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ঘেরাও তুলে নেন ছাত্ররা। এদিন উপাচার্য তাদের ডেকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।

আজ ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ত্রিপুরা প্রদেশের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে উপাচার্যের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, ছাত্র ছাত্রীদের ইন্টারনাল নম্বর প্রকাশিত করা ও শেষ সেমেস্টারের ব্যাক পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশের একমাসের মধ্যে নেওয়া যাতে তারা উচ্চ শিক্ষায় যোগদান শীগ্র করতে পারে। তাছাড়া, মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ডক্টরেট ও অন্যান্য কোর্সে এবং হোস্টেলে স্থানীয় ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ৬০ শতাংশ আসন সুরক্ষিত রাখতে হবে বলে দাবি সংঘটনের।

পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র শিক্ষকের শতকরা হার ইউজিসি এর নিয়ম অনুযায়ী ঠিক রাখার দাবি জানিয়েছে তারা। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার শিক্ষক ও অশিক্ষক এবং টেকনিক্যাল এসিস্টেন্টের শূন্যপদগুলি পূরন করা, অন্তিম সেমেস্টারের পরীক্ষার ফলফল শীঘ্র প্রকাশ, এম.ফিল কোর্স চালু করা, গ্রীষ্মকালীন সময়ে প্রকৃতি ও প্রানীদের রক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের জলের উৎসগুলি সংস্কার দাবিগুলি পূরণের জন্য আবেদন জানিয়েছে পরিষদ।

এদিন এই দাবি সনদ পেশ করার আগেই তারা উপাচার্য্যকে ঘেরাও করে। অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করে অতি সত্ত্বর সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেছে বলে জানিয়েছে বিদ্যার্থী পরিষদ।

ত্রিপুরার মতো অসম ও মিজোরামেও নেশা বিরোধী অভিযান চালানোর আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য গড়তে সকলকে এক যোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। কিন্তু নেশা সন্ত্রাসবাদ থেকেও আরও ভয়ানক। এই মারণ ব্যাধি পুরো সমাজের ক্ষতি করে। এই ব্যাধিকে নির্মল করতে আমাদের সকলকে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। অনুষ্ঠানে মাদক থেকে মুক্তি পেতে ত্রিপুরা সংলগ্ন রাজ্যগুলিকে অভিযান চালানোর ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শুধু ত্রিপুরায় মাদক বিরোধী অভিযান চালালে চলবে না। কারণ এ-সব পাচারচক্রের জাল ত্রিপুরার পার্শবর্তী রাজ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে। এর জন্য তিনি বিশেষ করে অসম ও মিজোরামে এই অভিযান চালানোর আহ্বান রাখেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং সভাগৃহে আন্তর্জাতিক মাদক ও অবৈধ চোরাচালান বিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলচনাচক্রে প্রধান অতিথির ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রদীপ জেলে এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ২৫ বছর ধরে ত্রিপুরাকে নেশা সামগ্রীর খোলাবাজার হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অবাধে গাঁজা চাষ হতো। বাদ যেতো না রিজার্ভ ফরেষ্ট। অবাধে নেশার ট্যাবলেট, হেরোইন, বাউন সুগার, ফেন্সিডিল, গাঁজা, মদ পাচার হতো। মামলা দায়ের হতো না। ভিডিও ক্লিপিং থেকে দেখেছি গ্রামে পুলিশ গেলে গ্রামবাসীরা দা, লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। ধরলে জামিনের জন্য অনেকে এগিয়ে আসতেন। যিনি দিশা দেবেন তিনিই ছিলেন দিশাহীন। তাই অপরাধ বেড়েই চলছিল। ২০১৮ সালের ৯ মার্চ নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এর পর থেকেই পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। মা-বোনেরা এখন পুলিশকে খবর দেন। গত ২৩ জন পর্যন্ত প্রায় ৭৫ হাজার কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। কফ সিরাপ ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৪৫ বোতল, ইয়াবা ট্যাবলেট ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭৪টি, হেরোইন ৫৪১৩ গ্রাম উদ্ধার করা হয়েছে। চার শতাধিক মামলা রেজিস্টার করা হয়েছে। ৮৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এরপরও পুলিশ ও জনগণকে আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক মাদক ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

মূল্যবান গাছ কেটে নিচ্ছে বনদস্যুরা আমবাসায় উদ্ধার সেগুন কাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। একদিকে ঘটা করে রাজ্যজুড়ে পালন করা হচ্ছে বনমহোৎসব এবং বৃক্ষ রোপন উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার সদস্যরা ওইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বনশৃজনের উপর গুরুত্বারোপ করছেন। এরই মধ্যে গণহারে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। বনদস্যুরা বনের মূল্যবান গাছ কেটে পাচার করে দিচ্ছে। বন দপ্তরের কর্মীরা অভিযান চালালেও সাফল্য মিলছে নগন্য। তবে, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছেন বন দফতরের কর্মীরা। মঙ্গলবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ রাজ্যের ধলাই জেলা সদর আমবাসার বন দফতরে খবর আসে, মনুনদী দিয়ে চোরাকারবারিরা কাঠ পাচার করবে। সেই খবরের ভিত্তিতে বন দফতরের কর্মীরা চান্দ্রাইছড়া এলাকায় নদীর পাশে ওত পেতে বসে থাকেন।

অবশেষে রাত প্রায় ১২ নাগাদ বন কর্মীরা দেখেন, কিছু লোক নদী দিয়ে যাচ্ছে। তখন বন কর্মীরা নদীতে নেমে এই কাঠগুলি আটক করে। বাঁশের মাঁচার নীচে সেগুন গাছের টুকরোগুলি বেঁধে পাচার করা হচ্ছিল। বনকর্মীরা সেগুনের কাঠগুলি নদী থেকে তুলে আমবাসা বন দফতরে নিয়ে আসেন।

বন দফতর থেকে জানানো হয়েছে, বাজেয়াপ্তকৃত কাঠের বাজারমূল্য এক লক্ষ টাকার বেশি হবে। সব কাঠই সেগুন। সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করলেও বনকর্মীরা রহস্যজনকভাবে কোনও পাচারকারীকে ধরতে পারেননি। তাঁরা নদীতে নামার শব্দ পেয়ে নাকি পাচারকারীরা দৌঁড়ে পালিয়ে নদীর পাড়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৫৪ ▫ ২৭ জুন ২০১৯ ইং ▫ ১১ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

জরুরী অবস্থার শিক্ষা

১৯৭৫ সালে দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা জারী করিয়া প্রধানমন্ত্রী, এশিয়ার মুক্তি সূর্য্য ইন্দিরা গান্ধী ইতিহাসে কলংকিত হইয়াছেন। অথচ এক সময়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠিয়াছিলেন তাঁহার কর্ম কৃতিত্বের কারণেই। ইতিহাসে তাঁহার এই কৃতিত্ব চাপা পড়িয়া গিয়াছে জরুরী অবস্থার কলংকিত অধ্যায়ে। কেন তিনি এই কালো অধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাইলেন তাহা নিয়া এখন দেশ জুড়িয়াই চর্চা জারী আছে। জরুরী অবস্থায় বা তাহার আগে মিসা আইনে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এখন আর বাঁচিয়া নাই। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের কঠিন অভিজ্ঞতার বিষয়ে আজও আলোচনা হয়। সেই কালো দিন গুলি আজও দাগ রাখিয়াছে মানুষের মনে। ইন্দিরার কৃতিত্ব নিয়া কিন্তু চর্চা হয় না। গরীবী হঠাওর প্রথম ডাক দিয়াছিলেন তিনি। রাজণ্য ভাতা বিলোপ, ব্যাংক জাতীয়করণের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞে দেশবাসীর মন জয় করিয়াছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কত বিশাল ছিল তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। ইন্দিরার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার কারণে পাকিস্তানের এক হাত কাটা পড়িয়াছে। নতুন দেশ, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ইন্দিরার বিচক্ষণতার কারণেই সম্ভব হইয়াছে। জাতীয় পর্য্যায় ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্দিরার জয়জয়কার দেশবাসী দেখিয়াছে। তখনই তিনি ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিতা হন। এশিয়ার মুক্তি সূর্য্য হিসাবে তাহাকে অভিহিত করিতে দেখা গিয়াছে। শুধু তাই নহে, ইন্দিরা ভজনায় তাঁহার দল কংগ্রেসের নেতারা তো প্রতিযোগিতায় নামিয়া পড়িয়াছিলেন। আসামের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া কয়েক ডিগ্রি উপরে উঠিয়া বলিয়াছেন ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া। মো সাহেবের এই তৈলমর্দনের ঠ্যালায় ইন্দিরাও বোধহয় তখন হাওয়ার ওপর ভাসিতেছিলেন। দম্ভ ও অহংকার তাঁহাকেও গ্রাস করিয়াছিল। ফলে, এত বিশাল জনপ্রিয়তার অধিকারীনি হওয়া সত্ত্বেও মাত্র চার বছরের ব্যবধানে তাঁহার পায়ের তলার মাটি সরিতে থাকে। দলের মধ্যেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই ত্রিপুরায় কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করিয়া বিদ্রোহের আগুনে জল ঢালিয়া দিয়াছিলেন ইন্দিরা। তখন শচীন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা কম ছিল না। তিনি প্রতিশোধ নিয়াছিলেন। ত্রিপুরায় কংগ্রেস ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া গিয়াছিল ১৯৭৭সালে ইন্দিরার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই।

জরুরী অবস্থার ৪৪ বছর পরও তাহা জনমনে যথেষ্ট আলোচনার তাগিদ আনিয়াছে। হিটলার যেমন কুখ্যাত হইয়া বিখ্যাত হইয়া আছেন। আজও যে কেউ হিটলারের উপমা টানিয়া আনেন। তেমনি আজও ইন্দিরা জনমনে ভিলেন হইয়া বাঁচিয়া আছেন। আমাদের দেশ সমাজ এমনই যে সহজে কৃতজ্ঞতাবোধে জাগ্রত হইতে চাহে না। কলংকধরিয়াই রাজনীতির সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা চলে। হিটলার কি কোনও ভাল কাজ জার্মানীর জন্য করেন নাই? আমরা হিটলারকে ভিলেন, কুখ্যাত হিসাবেই যেন দেখিয়া অভ্যস্ত। আর জরুরী অবস্থা জারী না করিলে ইতিহাসে ইন্দিরার নামও বহু আলোচিত হইত না। তিনি মানুষের মাঝে বাঁচিয়া থাকিতেন কিনা সন্দেহ। অনেক জনপ্রিয় নেতাকে তো আমরা পারতপক্ষে স্মরণ করি না। কিন্তু, ইন্দিরা আজ বহু আলোচিত জরুরী অবস্থার কারণেই। কেন আজ বারবার ইন্দিরার নজীর উঠিয়া আসিতেছে? ইন্দিরা ঘোষণা দিয়া বহু রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক ও প্রতিবাদী সমাজকর্মীদের গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিয়াছিলেন। তাঁহার দলের অনুগত মুখ্যমন্ত্রীরাও জরুরী অবস্থার সুযোগে বহু নেতাকে মিসা আইনে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। সংবাদ প্রচারে সেন্সর প্রথা চালু ছিল। সোজা কথায় মানুষের কন্ঠরোধ করা। আজ এতবছর পরেও জরুরী অবস্থা নিয়া জোর চর্চা চলিতেছে। কেন ইন্দিরা এই পথে পা বাড়াইয়াছিলেন। সেই সময় মিসায় গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের অনেকেই ছিলেন কংগ্রেসের নেতা। এই ত্রিপুরায় বিরোধী দলের বিধায়করা যেমন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তেমনি বহু কংগ্রেসী নেতাকেও জেলে পাঠানো হইয়াছিল। দলের মধ্যে ইন্দিরা ছিলেন আসলে শেষ কথা বলিবার মালিক। অনেক বর্ষিয়ান দলের নেতাও ইন্দিরার রোষানলে পড়িয়াছিলেন।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইন্দিরার জরুরী অবস্থা আজ আলোচনার ক্ষেত্রে এত প্রাসঙ্গিকতা পাইল কিভাবে? পশিচমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন দেশ জুড়িয়া অঘোষিত সুপার ইমার্জেন্সি চলিতেছে। দেশবাসী কি এই সুপার ইমার্জেন্সিকেই স্বাগত জানাইতেছে? তাহা না হইলে এত ব্যাপক আসন নিয়া নরেন্দ্র মোদি আবার ক্ষমতায় ফিরিলেন কিভাবে? যদি ইমারজেন্সি চলিত নিশ্চয়ই ভোটাররা তাহার প্রতিবাদ করিত, ভোটের বাক্সে তাহা প্রতিফলিত হইত। পরিস্থিতি নিয়া আজ নিশ্চয়ই আরও বেশী আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, আমাদের দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক পূর্ণ অধিকার কতখানি সুরক্ষিত। আজও কোনও কোনও মহল হইতে কিন্তু প্রশ্ন উঠা শুরু হইয়াছে। জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে নিন্দায় মুখর তাহাতে আমরা যথেষ্ট আশ্বস্ত হই। অন্তত আমাদের অধিকার কেউ কাড়িয়া নিবে না। যা, আজ শংকা জাগিতেছে। সত্যিই আমরা কতখানি মুক্ত স্বাধীন। গণতন্ত্রের সুবার্তায় সত্যিই আমরা কতখানি পাই। ইহাও আজ অনেক বেশী ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

পাটনায় এসইউভি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু তিনটি শিশুর, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

পাটনা, ২৬ জুন (হি.স.): রাতের অন্ধকারে ফুটপাথের উপর ঘুমিয়ে থাকা পথ শিশুদের শরীরের উপর দিয়ে ছুটে গেল বেপরোয়া এসইউভি গাড়িউ বিহারের রাজধানী পাটনায় এসসইউভি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশুরউ এছাড়াও গুরুতর হয়েছে আরও একজনউ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এসইউভি গাড়ির আরোহী একজন যাত্রীরওউ মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাটনার আগম কুয়ান এলাকায়উ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তিনটি শিশুর মৃত্যুর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাউ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান থাকেন তাঁরাউ

পাটনা পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে পাটনার আগম কুয়ান এলাকায় ফুটপাথের উপর ঘুমিয়ে থাকা বেশ কয়েকটি শিশুকে চাপা দেয় একটি এসইউভি গাড়িউ এসইউভি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশুরউ গুরুতর জখম হয়েছে একজনউ পালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় এসইউভি গাড়িটিউ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এসইউভি গাড়ির আরোহী একজন যাত্রীরওউ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল নাইডুর সাধের 'প্রজা বেদিকা' ভবন, ক্ষোভে ফুঁসছে টিডিপি

অমরাবতী, ২৬ জুন (হি.স.): ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডুর সাধের 'প্রজা বেদিকা' ভবনটি। কিছুদিন আগেই ''প্রজা বেদিকা' ভবনটি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন্মোহন রেড্ডি। জগন্মোহন রেড্ডির নির্দেশের পর মঙ্গলবার রাত থেকেই শুরু হয় ''প্রজা বেদিকা' ভবনটি ভেঙে ফেলার কাজ। বুধবার সকালে ভবনটি সম্পূর্ণ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণা নদীর তীরে উন্দাভাল্লিতে চন্দ্রবাবু নাইডুর বাসভবন। লাগোয়া ''প্রজা বেদিকা'' ভবনটি। গড়তে খরচ হয়েছিল ৮ কোটি টাকা। অন্ধ্রপ্রদেশ ক্যাপিটাল রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এপিসিআরডিএ)—কে দিয়ে ''প্রজা বেদিকা'' তৈরি করিয়েছিল নাইডু সরকার। দলীয় বৈঠক ও সরকারি কাজকর্ম ওখানেই করতেন চন্দ্রবাবু। ক্ষমতাচ্যুত হতেই চন্দ্রবাবু নাইডুর সাধের 'প্রজা বেদিকা' ভবনটি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল। ''প্রজা বেদিকা'' ভবনটি ভেঙে ফেলার ক্ষোভে ফুঁসছে তেলুগু দেশম পার্টি। তাদের অভিযোগ, প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি।

শাঁখের করাতের মুখে অগ্নিকন্যা

অপূর্ব দাস

কুমোরটুলিতে ঠাকুর গড়ার আগে শিল্পীকে জোগাড় করতে হয় কাঠ-খড়,বাঁশ, মাটি, রং—কতই না উপকরণ। তারপর অবয়ব ও রূপ ফুটিয়ে তোলার কাজ। দিনরাত এক করে মেহনতের ফসল। শিল্পীর কেরামতি। প্রতিমা নিয়ে মাতামাতি। যে মুহূর্তে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওযা হয় তখনই খোলনলচে বেরিয়ে পড়ে। লোকসভা ভোটের আগে ও পরের তৃণমূল কংগ্রেসের চেহারাটা অনেকটাই তুলনীয়। মমতা বন্দ্যোধ্যায় অনেক রক্তঘাম ঝরিয়ে একক প্রয়াসে তৈরি করেছেন এই দল। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের খুশবু দেশ-বিদেশে পর্যন্ত ছড়িয়েছে। লোকসভা ভোটের এক ধাক্কায় দলের ওপরের চাকচিক্য খসে নগ্ন হয়ে পড়েছে অভ্যন্তরীণ চেহারা। লোকসভা ভোটে ৪২-এ ৪২ পাওয়ার স্বপ্ন চুরচুর হওয়ার পর বাস্তবের মাটিতে আছড়ে ফেলেছে দলকে। ভোটের হার বেড়েছে বলে লজ্জা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা হলেও দলের শরীরে যে ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছে তাকে নির্মূল করা কঠিন কাজ। তবু নাছোড়ি নেত্রী সেই অসাধ্য সাধনে নেমেছেন। কাটমানি ও তোলাবাজির টাকা ফেরত দিতে বলেছেন। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। চুরির পর গৃহস্থের টনক নড়ে। তার আগে যতই বল কাকস্য পরিবেদনা। সারদা-নারদার মতো নানা ঘটনায় সতর্কীকরণ বার্তা ছিল। মোদি-শাহ জুটি লোকসভার প্রচার এসে বার বার তৃণমূলের তোলাবাজি নিয়ে বিঁধেছেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণের পথ ধরেছে দল। রাজ্যজুড়ে তৃণমূল সংগঠনের মধ্যে অলিখিত বার্তা যায়, এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রশ্রয় রয়েছে। কেষ্টবিষ্টুরা যদি তোলা তুলতে পারে তাহলে তারাই বা পিছিয়ে যাবে কেন? একসময় তো স্বয়ং মমতা ভাগবাঁটোয়ারা করে তোলাবাজির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন ঘরের খেয়ে কেউ বনের মোষ তাড়ানোর জন্য রাজনীতি করতে আসে না। কিছু পাওয়ার আশা নিয়েই সবাই রাজনীতি করতে আসে। বিবেকানন্দ বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। মমতাও জানতেন গাজরের লোভ না দেখালে পাশে লোক পাবেন না। শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না।

তাই সিপিএমে জমানায় কাটমানি ও তোলাবাজি জাঁকিয়ে বসতে সময় নিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের আমলে গোড়া থেকেই লুটেপুটে নেওয়ার মন্ত্রজপ শুরু হয়। রাজ্যের সর্বত্র সব পর্যায়ে কাটমানি, তোলাবাজির রমরমা চলতে থাকে অবাধে। দল, প্রশাসনিক সব স্তরে সংক্রামিত হয় এই ব্যাধি।

রাজ্যে বামফ্রন্ট উৎখাত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল এই দুর্নীতি। এ বিষয়ে অনেকদিন আগে সিপিএম নেতা নরেশ দাশগুপ্তের কথা মনে পড়ছে। তিনি দলীয় স্তরে অভ্যন্তরীণ দূর্নীতি নিয়ে বলেছিলেন, বদরক্ত বাদ দিতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের বহিষ্কার করে দলে শুদ্ধিকরণ চলছে।' ঠক বাছতে তো গাঁ উজাড় হয়ে যাবে? তা হয় হোক। না হলে দল বাঁচবে না। আর বহিষ্কৃতরা যদি নিজেদের সংশোধন করেন পরে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হবে। কাটমানি ও তোলাবাজির টাকা ফেরানোর নিদান হাঁকেছেন। প্রকাশ্যে বলেছেন, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা কারা কাটমানি খাচ্ছে তা তিনি সব জানেন। যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তাদের ফেরতের নির্দেশ দিয়েছেন। না হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এর পরই বিভিন্ন জেলায় দিকে দিকে জনবিক্ষোভ ছড়াতে শুরু করেছে। মমতা কি পারবেন এভাবে দলের ভাবমূর্তি ফেরাতে? মৌচাকি নিজেই ঢিল ছুড়েছেন। তিনি এর পরিণতি কী হবে জানতেন ভাল করেই। কাটমানি, তোলাবাজির টাকা ফেরত দেওয়া যে অসম্ভব তা হাড়ে হাড়ে বোঝেন। দলে থেকে খেয়োখেয়ি করে গেরুয়া দলে থেকে খেয়োখেয়ি করে গেরুয়া দলের পালে হাওয়া তোলার পথ কি বন্ধ করতে চেয়েছেন? তিনি কি জানতেন না দলের ছোট-বড় মাঝারি স্তরের অধিকাংশ নেতা তোলাবাজি আর কাটমানিতে ডুবে রয়েছেন? সাংসদ বিধায়ক, কাউন্সিলর থেকে পঞ্চায়েত ও তৃণমূল স্তরের নেতানেত্রীদের একাংশ এই চক্রে জড়িত তা মুখ্যমন্ত্রীও ভালমতোই জানতেন। তিনিও গান্ধারির মতো চোখ বুজে থেকেছেন। মাঝে মধ্যে একটু আধটু ধমকধামক দিয়ে দায় সেরেছেন। ক্ষমতার গর্ব ও স্তাবকতার আতিশয্যে ভেশে কোনও কিছুই কানে তোলেননি। বশংবদ নেতা ও কর্মীদের ছড়া কারণ মুখদর্শন তাঁর না-পসন্দ। অপ্রিয় কথাও শুনতে তাঁর কান অনভ্যস্ত। তার ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।

মমতার সাজানো বাড়ি ধসের মুখে পড়েছে। সিপিএম যা পারেনি তিনি তা করে দেখাতে পারবেন? ঘুরে দাঁড়াতে চেয়ে কঠোর হাতে রাশ ধরতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর হাতে সময়ও বেশি নেই। আগামী বছরে পুরভোট করতে হবে। ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচন। কাটমামি-তোলাবাজি বন্ধ করলে মানুষের আশীর্বাদ পাবেন কিন্তু দল টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠবে। শাঁখের করাতের মুখ এক সময়ের অগ্নিকন্যা

সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

রাজনীতির রস কষ হারিয়ে হঠাৎ হার-জিত

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকসভা গমগম করছে ১৯৯৬ সালের ২৮ মে-র সন্ধ্যায়। তিলধারণের স্থান নেই কোথাও। ১৩দিনের সরকার আঁতুরের চৌহদ্দিতেই আর খানিক পর 'ফেল' করবে। অটলবিহারী বাজপেয়ী বর্ণনা করছেন দেশের সংক্ষিপ্ততম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সরকারের উপলব্ধির কথা। নিজের রাজনৈতিক জীবনদর্শন। ব্যর্থতার দৈন্য মাখামাখি তাঁর মুখে। ক্লান্তির ছাপও চেহারায় লেপা। কিছুটা বিষণ্ণও লাগছে তাঁকে। কারণ, এই সামান্য সময় আগে তাঁর চরিত্রে বিরোধীরা লেপে দিয়েছে 'লোভী'-র তকমা। কিন্তু বাজপেয়ী যে বাজপেয়ীই। ক্ষণজীবী প্রধানমন্ত্রী একটা সময় ওই শ্লোকের ব্যাখ্যা দিলে---'ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। ভয় কিছুতে পাই তো বদনাম ও অপবাদকে'।

রাজনৈতিক অমরত্বের পরীক্ষায় চিরকালীন 'পাশ' করার সিলমোহরটি ভবিষ্যতে যে তিনি ট্যাকে গুঁজবেন, সেই প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে বাজপেয়ী সেদিন লোকসভা থেকে বেরিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ছিলেন সাময়িক 'ফের' হওয়ার নমুনা হিসেবে।

এ দেশের অজাতশত্রু রাজনীতিকদের তালিকায় আজও তিনি প্রথম সারির বাসিন্দা। অটলবিহারীকে প্রথম চিনেছিলেন জওহরলাল নেহরু। নেহরুর কাছে তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই 'পঙ্কজ'। সংঘ-দীক্ষিত বাজপেয়ীকে তিনি শুধু স্নেহই করতেন না, ১৯৫৭ সালে উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর থেকে জিতে প্রথম লোকসভায় আসা এই নবীনকে দেখে তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল, একদিন এই ছেলে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে। পার্লামেন্টে নেহরু ভাষণ দিতেন ইংরেজিতে। কঠোর সমালোচনা করতেন সংঘের নীতি ও আদর্শের। সংসদের ভাষা হিসেবে হিন্দি তখন প্রায় অচ্ছুৎ। একদিন 'বিদেশ নীতি' নিয়ে এক বিতর্কে অংশ নিলেন বাজপেয়ী। সেই প্রথম ভাষণ তাঁর হিন্দিতে। নেহরুর উদ্দেশে সরাসরি বললেন, আমরা জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন শীর্ষাসন করেন, তা করুন। তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। শরীর ও মনের জন্য যোগব্যায়াম ভাল। কিন্তু মুশকিলটা হল, শীর্ষাসন করার জন্য তিনি আমাদের দলকে সবসময় উল্টো দেখেন।'

বাজবেয়ীর কথা শুনে অট্টাহাসিতে গলা মিলিয়েছিলেন নেহরুও ভবিষ্যদ্বাণীর পরিচয়, করিয়ে দেওয়ার সময় নেহরু বলেছিলেন, এই তরুণ একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। শুধু তাই নয়, বাজপেয়ীর ওই ভাষণের পর নেহরুও সংসদে হিন্দিতে ভাষাণ দেওয়ার জড়তা ঝেড়ে ফেলেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে ১৯৭৭ সালে মোরারজি দেশাইয়ের সরকারের বিদেশমন্ত্রী হয়েছিলেন বাজপেয়ী। সাউথ ব্লকে তাঁর ঘর সাজানো হল কংগ্রেসের যাবতীয় চিহ্ন সরিয়ে ফেলে। ঘরে ঢুকে বাজপেয়ী একটা দেওয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। আগে সেখানে নেহরুর একটা ছবি টাঙানো ছিল। সচিবকে ডেকে বাজপেয়ী বলেন, 'এই ঘরে যতবার এসেছি ওইখানে পণ্ডিতজির ছবি দেখেছি। আমি যতদিন বিদেশমন্ত্রী দায়িত্বে থাকব, ওঁর সেই ছবি যেন ওইখানেই টাঙানো থাকে।'

আর একটা কাহিনি শোনাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক শিষ্টাচারের পরস্পরার কাহিনি। এই কাহিনিতেও বাজপেয়ী আছেন। আর আছেন সদ্য নতুন

বিশেষণে ভূষিত এ দেশের প্রাক্তন 'ভ্রষ্টাচারী নাম্বার ওয়ান' প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী রাজীবন গান্ধী জাতি সংঘের সম্মেলনে সরকারি প্রতিনিধি দলের তালিকা তৈরি করছেন। ১৯৮৮ সাল। কারও কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, বাজপেয়ীর একটি কিডনি ১৯৮৫ সালে বাদ দিতে হয়েছে কিন্তু এখন অন্যটাও গড়বড় করছে।

একদিন বাজপেয়াকে ডেকে পঠালেন তিনি। বললেন, জাতি সংঘে সরকারি প্রতিনিধি দলে আপনাকে রাখছি। আপনি নিউ ইয়র্কে যাবেন। সেখানে গিয়ে আপনার কিডনির চিকিৎসাটা ভালমতো করিয়ে আসুন।

বাজপেয়ী অমত করেননি। 'দ্য আনটোল্ড বাজপেয়ী পলিটিশিয়ান অ্যান্ড প্যারাজক্স' বইয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে ওই ঘটনা স্মরণ করে বাজপেয়ী বলেছেন, 'আমি যে বেঁচে রয়েছি ওই সফর তার একটা বড় কারণ।' এই শিষ্টাচারই ভারতীয় রাজনীতির সংস্কৃতি, এমন ধারণা তৈরি হওয়ার আগে একটু সবুর করুন। আপনাদের একটা ছড়া শোনাই ও কিছু অন্য ধরনের নমুনা জাহির করি।

ছড়াটি খুব সম্ভবত প্রথম ছাপা হয়েছিল পাঁচের দশকে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন ডা বিধান রায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁরই হরিহর আত্মা বন্ধু নলিনী সরকার। দুই বন্ধুর যাপিত জীবন নিয়ে সত্য-মিথ্যের মিশেলে অনেক গল্পগাথা সে সময় পল্লবিত হয়েছিল। ছড়াটা ছিল তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। 'বাংলার মসনদে নলিনী বিধান,/বাংলার কুলবধূ হও সাবধান'।

এত তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রুপ ওই দুই লাইনে ফুটে-ফেটে বেরিয়েছিল যে, বাম-মননে তা পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছিল। সেই নলিনী সরকার মারা গেলে বিধানসভায় শোক প্রস্তাবের পর নীরবতা পালনের সময় বামপন্থীরা বসেছিলেন। বিস্মিত ডা বিধান রায়ের প্রশ্নের জবাবে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, তাঁরা শ্রদ্ধাশীল নন। কেননা নলিনীবাবুর পুলিশের গুলি তাঁদের বহু কমরেডের জীবন নিয়েছে।

মেঠো জীবনযাপনে অভ্যস্ত কমিউনিস্টরা যে ভদ্রলোক নন, প্রয়াত অশোক মিত্রর জবানিতে তা অমর হয়ে রয়েছে। 'আমি ভদ্রলোক নই, আমি কমিউনিস্ট'। ওই মন্তব্য ছিল সেই সময়কার ক্রমবর্ধমান শিল্প-সমাজের রুক্ষ জীবনযাত্রার এক ঝঁকিদর্শন। 'অ-ভদ্র' কমিউনিস্টদের লব্‌জ শালীনতার বেড়া টপকাতে দ্বিধা করত না। করত না বলেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে দলীয় প্রমীলা বাহিনীর উদ্দেশে বিনয় কোঙর অবলীলায় বলতে পেরেছিলেন, 'ওই মেধা-টেধারা(পাটেকর) গেলে আপনারা তাদের পিছন দেখাবেন'। বিনয় কোঙারের তুলনায় বিমান বসু লাজুক, পরোপকারী, বিনয়ী, স্নেহপ্রবণ ও শালীন। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে তিনিও কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমিতাভ লালার উদ্দেশে বলতে দ্বিধা করেননি', লালা, বাংলা ছেড়ে পালা'। নকশালপন্থী আন্দোলনের সময় 'দেশব্রতী' পত্রিকার ভাষা কখনও শালীনতার স্তবকে মোড়া থাকত না। থাকবেই বা কেন? শ্রেণিশত্রু সংহার যে-বিপ্লবীদের ধর্ম, তাদের কাছে শোভন শুধুই সংহারের হিংস্র রূপ। প্রমোদ দাশগুপ্তও তাই অবলীলালয় জানতে চেয়েছিলেন, 'পুলিশের গুলিতে কি নিরোধ (কন্ডোম) লাগানো থাকে? ' কিংবা অনিল বিশ্বাসের বলতে বাধেনি 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যমেরও অরুচি'। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন ক্যারিবীয় দ্বীপ মার্টিনিকে জন্ম নেওয়া ফরাসি দার্শনিক ও মনস্তত্ববিদ ইব্রাহিম ফ্রাঁজ ফ্যাননে। ১৯২৫ সালে ফ্যাননের জন্মের সময় মার্টিনিক ছিল ফরাসি উপনিবেশ। উপনিবেশবাদ এবং তা থেকে বন্ধনমুক্ত হওয়ার পর্যায়ে জনজীবনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক রদবদলের মনস্তত্ব এবং হিংসার চরিত্র নিয়ে তাঁর গবেষণাধর্মী বই 'দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ'-এ তিনি সর্বহারার এক 'আদর্শ' উদাহরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই বিশ্লেষণে সর্বহারা তারাই, যাদের সমাজ থেকে পাওয়ার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ফ্যাননের কথায়, তারা হল বেশ্যা, বাউন্ডুলে, ভিখিরি ও অপরীধী। তারাই সামাজিক বর্জ্য। এরা রীতিনীতির ধার ধারে না। এদের মান-অপনানবোধ নেই। নেই কোনও নৈতিকতা। শালীনতাও তাদের অভিধানের বাইরে। মূল্যাবোধও আঁচড় কাটে না মনে। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই শ্রেণিচতনাহীন জনজাতিই হাতিয়ার হয়। সেই সন্ধিক্ষণে হিংসা পালন করে এক বড় ভূমিকা।

ফ্যানন মারা যান ১৯৬১ সালে। ওই সময়কার ভারতীয় সমাজ একটু কল্পনা করুন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে ভারতীয় রাজনীতির মূলধারা। কৃষির পাশাপাশি ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে শিল্প। শহরের সীমানা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে গ্রামের দিকে। গ্রাম এগচ্ছে শহর পানে। শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রচলিত হচ্ছে শিল্প-সমাজের নতুন ভাষা। নতুন কায়দা। নতুন নতুন রীতি। বদলাতে থাকে পুরনো মূল্যবোধ। দৃষ্টিভঙ্গি। রুচি। শিল্প। সিনেমা, নাটক ও গানে প্রভাব ফেলতে শুরু করল। চকোলেট পানা টানা টানা সুদর্শন।

নায়কদের পথে বসিয়ে মুম্বাইয়ের সাম্রাজ্য দখল করে নিলেন অমিতাভ বচ্চন। তাঁর চেহারা, তাঁর চরিত্রের ভাষা, তাঁর হাঁটা-চলা, তাঁর কথা বলার স্টাইলে উঠে এল বন্য শিল্প শহরের ছাপ। বদলে গেল ততদিন পর্যন্ত সযত্নে পালিত হিন্দি সিনেমার ভাষা। ক্রমশ তা সংক্রামিত হল অন্যত্র।

বদলের এই প্রবাহে রাজনীতি কী করে গা বাঁচাতে পারে? বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেশের 'শুদ্র জাগরণ'-এর ছবিটা সেই কোন কালে এঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন? রাজনীতিও তাই বদলা তার নিয়মে। অর্থনীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বেড়ে গেল জনজীবনের রাজনৈতিক প্রত্যাশা। কংগ্রেস যত দুর্বল হতে থাকে, ততই মাথাচাড়া দিতে থাকে প্রান্তিক মানুষজন। শুদ্র জাগরণের সেই শুরু। এলিট শ্রেণির হাত থেকে ক্রমশ পিছলে যেতে থাকল রাজনীতির ব্যাটন। মণ্ডল রাজনীতির সদর্প ঘোষণার অনেক আগে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের সময় থেকেই 'এলিট'দের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'সার-অলটার্ন' সমাজ তাদের আগমনী বার্তা জানিয়ে দেয়। ভারতীয় সংসদ থেকে শুরু করে রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভার সদস্যদের প্রোফাইলে একটিবার নজর দিন। পরিবর্তনটা চোখ এড়াবে না। সর্বত্র এক ছবি। এক ভাষা এক চরিত্র। এক মূল্যবোধ। এক আচরণ।

ফ্যাননের আঁকা নৈরাজ্যবাদী দুনিয়ার আবর্তে ভারতীয় রাজনীতি গা ডুবিয়েছে কি না, কিংবা সেই ধরনের এক দমবনধ সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে আছি কি না ---প্রয়োজন তারও এক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের। পরিস্থিতি তেমন যদি নাই হবে, তাহলে রাজনৈতিক জীবন থেকে রসবোধ ও কৌতুক কেন এভাবে দ্রুত উবে যাচ্ছে? জায়াগা নিচ্ছে চূড়ান্ত ঘৃণা, বিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্য? রাজনীতি এতটাই হিংস্র ও হতাশাগ্রস্ত যে, নিছক কৌতুকও আজ অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে। কার্টুনিস্টরা অস্থির ও অসুস্থ রাজনৈতিক। প্রতিযোগিতার শিকার হচ্ছেন। সহনশীলতা উবে যাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে নেতাদের নিয়ে কৌতুক করলে জামিন অযোগ্য অপরাধে গ্রেপ্তার হতে হচ্ছে। মানুষ হাসতে ভুলে যাচ্ছে রাজনীতি যেন বদ্ধঘরের দমবন্ধ ও গুমট পরিস্থিতি। অথচ আগে তো বটেই, কয়েক দশক আগেও রাজনীতিতে রসবোধ ও কৌতুকের জন্য জায়গা ছেড়ে রাখা হত। ব্রিটেনের রাজা-রানির সঙ্গে দেখা করতে 'নাঙ্গা ফকির' গান্ধীজি যখন বাকিংহাম প্যালেসে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন, তখন তাঁকে পোশাক সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া হলে গান্ধীজি বলেছিলেন, "আমাদের দু'জনের পরার মতো পর্যাপ্ত পোশাক বিলেতের রাজার পরনে থাকে"। রসিক সেই মন্তব্য রাজা-রানির কানেও পৌঁছেছিল। ১৯৭১ সালে পাক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে করমর্দনে অস্বীকার করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। কেন, সেই প্রশ্ন করা হলে এক মার্কিন সাংবাদিককে তিনি বলেছলেন, 'মষ্টিবদ্ধ হাতের সঙ্গে হাত মেলানো যায় না।' সেই মন্তব্যও সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছেছিল। মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর বৈরী মনোভাব প্রকাশ পেলে সাংসদ পিলু মোদি নিজের পোষ্যর গলায় 'আমি সিআইএ-র এজেন্ট' লেখা প্ল্যাকার্জ ঝুলিয় দিয়েছিলেন। পিলু মোদি এবং হাস্যরস হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমার্থক। রাজীব গান্ধী সংসদকে উপেক্ষা করতেন এমন বদনাম কেউ কখনও দেয়নি। কিন্তু সেই সময়ের নিরিখে তাঁর বিদেশ যাত্রাও বেশি বেশি মনে হত। এইরকম একবারবিদেশ সফর শেষে দেশে ফিরে রাজীব লোকসভায় এলে তেলুগু দেশম পার্টির নেতা পি উপেন্দ্র তাঁর ভাষণ শুরুই করেছিলেন এই বলে, 'নয়াদিল্লিতে কালেভদ্রে সফর করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছি।' সবার সঙ্গে রাজীবও হেসেছিলেন হো হো করে। সাতের দশকে দিল্লিতে একবার জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল। তখন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন কর্ণ সিং। ধর্মঘট মেটাতে অযথা দেরি করেছিলেন তিনি। দিল্লি পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছিল। তাতে কর্ণ সিংয়ের ছবির নীচে লেখা ছিল, কর্ণ না কুম্ভকর্ণ?' ১৯৫৬ সালে লোসকভার স্পিকার হয়েছিলেন অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার। রসশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, লোকসভায় আমি তো অনন্ত শয়নমেই থাকি। কিংবা সেই কবে পশিচবঙ্গের তীব্র খাদ্য আন্দোলনের মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন যখন অসহায়, পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণনগরে মারা গিয়েছেন আনন্দ হাইত, আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে গিযেছে গোটা নদিয়া জোলায় তখন পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'শান্তিপুর ডুব ডুব, নদে ভেসে যায়' অসহায় ও চূড়ান্ত হতাশাগ্রস্ত কোনও মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে নিয়ে এমন পরিহাস আগে কখনও করেননি। এমন সহজ, সরল স্বীকারোক্তিও আজকের রাজনীতিতে অশ্রুতপূর্ব। **(সৌজন্যে প্রতিদিন)**

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আন্তর্জাতিক নেশা বিরোধী দিবসের সূচনা করেন। ছবি- নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক নেশা বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে বনাঢ্য র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

অম্বুবাচির শেষ দিন, 'মা'কে দর্শন করতে খোলা হল মন্দিরের মূল কপাট

গুয়াহাটি, ২৬ জুন (হি.স.) : চারদিন পর অম্বুবাচির নিবৃত্তি হয়েছে বুধবার বেলা ২-টা ৪ মিনিট ২২ সেকেন্ডে। এর আগে এদিন সকাল ছয়টায় পুণ্যার্থীদের মাতৃ দর্শনের জন্য কামাখ্যা মন্দিরের মূল কপাট খুলে খোলে দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরের মূল দরজা খোলার পর মায়ের পুজো দিয়েছেন সপত্নীক রাজ্যপাল জগদীশ মুখি, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী তথা অসমে বিজেপি-র প্রভারী ড় মহেন্দ্র সিং, অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান জয়ন্তমল্ল বরুয়া, উপাধ্যক্ষ নবদ্বীপ কলিতা, বিধায়ক আঙুরলতা ডেকা প্রমুখ বিশিষ্টজন। এছাড়া দেবী কামাখ্যা দর্শনের জন্য গতকাল সন্ধ্যা থেকে লক্ষাধিক ভক্ত-পুণ্যার্থী সারি পেতে লাইন ধরেছিলেন নীলাচল পাহাড়ে।কামাখ্যা দেবালয়ের বড় দলৈ মোহিতচন্দ্র শর্মা জানান, বিধি আনুযায়ী আজ বেলা ২-টা ৪ মিনিট ২২ সেকেন্ডে দেবীর নিবৃত্তি হয়েছে। মন্দিরের প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী আজ সকাল ৬-টায় মায়ের স্নান ও পূজার্চনা সম্পন্ন করে মূল দরজা দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিকেল ৪-টা ৩০ মিনিটে ফের এই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, রাতের জন্য।

অন্যদিকে, কামাখ্যা দেবালয়ের ছোট দলৈ কবীন্দ্রপ্রসাদ শর্মা জানান, আজ ২৬ এবং আগামীকাল ২৭ জুন মন্দিরে মাকে দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট ৫০১ টাকা এবং ৫১ টাকা টিকিটের ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে। এছাড়া ৩০ জুন পর্যন্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বিশেষ টিকিটের ব্যবস্থাও বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিকে অম্বুবাচি মেলার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় রাজ্য ও দেশ বিদেশ থেকে আগত সর্বস্তরের পর্যটক, সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। আজ অম্বুবাচির নিবৃত্তির দিন মায়ের পুজো দিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে কামাখ্যাধাম আছে বলেই এই রাজ্যে আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ বিরাজ করছে। এখানকার মাহাত্ম্যই আলাদা। কামাখ্যাধাম শান্তি ও আস্থার প্রতীক বলেও ব্যাখ্যা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গোটা পৃথিবী জুড়ে অসমের এক পৃথক পরিচয় রয়েছে এবং তার কৃতিত্ব কামাখ্যা মন্দির। মেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এককথায়, মেলাকে সংঘবদ্ধভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ঝঞ্ঝাট করায় সকল বিভাগের কর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও সরকারি সকল বিভাগ যেমন পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ কোম্পানি, গুয়াহাটি পুর নিগম, পুলিশ, পরিবহণ, এনডিআরএফ-এসডিআরএফ ইত্যাদি বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, মন্দিরে যাতায়াত করতে আরও তিনটি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আগামীতে ওই তিন রাস্তায় গাড়ি নিয়ে আসা-যাওয়া করতে পারবেন তীর্থযাত্রীরা।

অন্যবারের মতো এবারও মেলাকে কেন্দ্র করে সুরক্ষার ওপর বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কামাখ্যা দেবালয় চত্বরে ১২০ জন স্থায়ী সুরক্ষা কর্মী নিয়োজিত করা হয়েছে। ছিলেন ৪০০ জন স্কাউটগাইড, ৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং ১৪০ জন অস্থায়ী সুরক্ষাকর্মী। এছাড়া মন্দিরের আশপাশে মোট ৫৮০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ব্যবস্থা রয়েছে ডেস্কস্ক্যানার, মেটাল ডিটেক্টর এবং সাদা পোশাকে পুলিশ। স্বচ্ছতার ওপর এবার অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য ১২০ জন স্থায়ী সাফাইকর্মী ছাড়াও ২০০ জন অস্থায়ী সাফাই কর্মী মন্দির পরিচালন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হয়েছে, জানান অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান জয়ন্তমল্ল বরুয়া ও উপাধ্যক্ষ নবদ্বীপ কলিতা। তাঁরা জানান, এ বছর ভক্ত সমাগম গতবারের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। ধারণা করা হয়েছিল এবার প্রায় ২৫ লক্ষ পুণ্যার্থী ও পর্যটক আসবেন। কিন্তু প্রাথমিক হিসাবে জানা গেছে এই সংখ্যা ২২ থেকে ২৩ লক্ষ হয়েছে। এবার মোট চারটি শিবির গড়া হয়েছিল। সেগুলো ফ্যান্সিবাজার, পাণ্ডু পুরনো স্টেশন, বড়িপাড়া হাইস্কুল খেলার মাঠ এবং নাহরবাড়িতে। নবদ্বীপ জানান, অম্বুবাচির শেষ দিনও মায়ের দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য অস্থায়ী বংশীবাগানে চিকিৎসা শিবির, শৌচালয়, পানীয় জল এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। নীলাচল পাহাড়ের পাদদেশ থেকে কামাখ্যাধাম পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য পদপথ ও মটরপথে কিছুদূর অন্তর অন্তর তীর্থযাত্রীদের জন্য অস্থায়ী শিবির তৈরি করা হয়েছে। সেগুলিতে খাবার, পানীয়জল, লাইট এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন রয়েছে। তামাক বিক্রি ও কেনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। দর্শনার্থীদের জুতো-স্যান্ডেল রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। স্বচ্ছতা ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অম্বুবাচি মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য ২৪ ঘণ্টা পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা অতুলনীয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০০ মিটার উপরে। দেবীর ৫১ শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম এই শক্তিপীঠ। তন্ত্রমন্ত্রের স্পর্শমণ্ডিত এই মন্দির সম্পর্কে অনেক প্রাচীন ও অলৌকিক কথা প্রচলিত রয়েছে। পৌরাণিক মতে, ভগবান বিষ্ণু যখন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে টুকরো টুকরো করেছিলেন, তখন এই নীলাচল পাহাড়ে দেবীর যোনি কেটে পড়েছিল। কথিত আছে যোনিরূপ যে প্রস্তরখণ্ডে মা কামাখ্যা অবস্থান করছেন, সেই শিলা স্পর্শ করলে মানুষ মুক্তিলাভ করেন। কামাখ্যা মায়ের প্রথম মন্দির নির্মাণ করেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। ভগবান শিবের নয়নাগ্নিতে কামদেব ভস্ম হয়ে বিকৃত চেহারা প্রাপ্ত হলে, এই স্থানে এসে তিনি পূর্ব রূপ ফিরে পাওয়ার জন্য মা কামাখ্যার তপস্যা করেন। সেই থেকে এই পীঠ কামদেবতা পূজিত 'কামাখ্যা পীঠ' নামে খ্যাত।

নানা সূত্রে জানা গেছে, কামাখ্যা মায়ের বর্তমান মন্দির কোচরাজ বিশ্বসিংহ নির্মাণ করেছিলেন। কালিকাপুরাণে কামাখ্যাপীঠের যে বর্ণনা আছে তাতে বলা হয়েছে, মা সতীর যোনিদেশ এই স্থানে পতিত হলে, মায়ের সেই অঙ্গ ত্রিদেব মিলেও ধারণ করতে পারেননি। সেই স্থান রসাতলে যাচ্ছিল। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় মা ভগবতী প্রকট হয়ে নিজেই নিজের অঙ্গকে ধারণ করেছিলেন। কামাখ্যা মায়ের ভৈরব উমানন্দ। ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে একটি পাহাড়ে অবস্থিত ভৈরবের মন্দির। বলা হয়, দেবী উমার আনন্দের জন্য ভগবান শিব এখানে লিঙ্গ রূপে আবির্ভূত হন। তাই তাঁর নাম উমানন্দ। দেবী কামাখ্যার পঞ্চমূর্তি ও অষ্টযোগিনী আছে। পঞ্চমূর্তি হল কামাখ্যা, কামেশ্বরী, ত্রিপুরা, সারদা, মহোৎসহা। অষ্টযোগিনীরা কটিশ্বরী, গুপ্তকাশী, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী, ধনস্থা ও প্রজটা। কামাখ্যা ধামে অম্বুবাচিকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা বসে। এই সময় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে আষাঢ় মাসে রবি মিথুন রাশিস্থ আর্দা (৬) নক্ষত্রের প্রথমপাদে অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ (৩৯৯৩২০") স্থিতিকালে বসুমাতা অর্থাৎ পৃথিবী ঋতুমতী হন। এই সময়কে 'অম্বুবাচি' বলে। অম্বুবাচির সময় দেবী কামাখ্যা ঋতুমতী হন। সেজন্য কামাখ্যা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। তখন শুরু হয় অম্বুবাচি প্রবৃত্তি। অম্বুবাচিকে কেন্দ্র করে মন্দির ঘিরে বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়। প্রচুর ভক্তসমাগম হলেও সে সময় দেবী দর্শন নিষিদ্ধ। ঠিক তিন দিন পরে সেটা শেষ হয়, সেটা হল অম্বুবাচি নিবৃত্তি। উতেবের চতুর্থ দিন মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবীকে স্নান করিয়ে পূজা শেষ করা হয়। এর পর ভক্তদের দেবী দর্শনের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

কামাখ্যা মায়ের অম্বুবাচী চলাকালীন রক্তবস্ত্রের মাহাত্ম্য অনেক। এই বস্ত্র ধারণ করলে তান্ত্রিক কর্ম করলে তা সফল হয়। যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে, কামাখ্যাবস্ত্রমাদায় কপ পূজাং সমাচরেৎ। পূর্ণকামং লভেদ্দেবী সত্যং সত্যং ন সংশয়।। (কুব্জিকা তন্ত্র/সপ্তম পটল)। অর্থাৎ, ওই রক্তবস্ত্র শরীরে ধারণ করলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়, তদুপরি কামাখ্যার রক্তবস্ত্র শরীরে ধারণ করিয়া অন্যত্র জপ, পূজা করলেও পূর্ণকাম হওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন উদযাপন বিধানসভায় কথাসাহিত্যিকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন মন্ত্রী-বিধায়করা

কলকাতা, ২৬ জুন (হি.স.): বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আলোচনা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিজেপি-র তরফে বেশ কিছুদিন ধরেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর ভাবনাকে প্রচারের আলোয় আনা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং শাসক দল তাই কথাসাহিত্যিকের জন্মদিন পালনে কোনওভাবে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। বুধবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় এক অনুষ্ঠানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মন্ত্রী-বিধায়করা মাল্যদান ও পুষ্প অর্পন করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও অনুষ্ঠানে থাকার কথা। বিকেলে স্ট্র্যান্ড রোডে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে রাজ্য সরকারের তরফে মাল্যদান করবেন মন্ত্রী সাধন পান্ডে।

সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী আয়োজিত 'বঙ্কিমচন্দ্র আমার উত্তরাধিকার' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেবেন রমানাথ রায় এবং আবুল বাশার। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে পাঠ করবেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনে বেথুন স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ। উপস্থিত থাকবেন আকাদেমীর সভাপতি শাঁওলী মিত্র। নৈহাটির বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্র বঙ্কিম ভবনের সঞ্জীবচন্দ্র সভাগৃহে এদিন সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এতে অংশ নেবেন গবেষণাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ সঙ্গীতা ত্রিপাঠি মিত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সবুজকলি সেন এবং আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা। বিবেকানন্দ কলেজের বিবেকানন্দ সভাগৃহে হবে একটি অনুষ্ঠান। বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শাখা এবং পাটুলির বঙ্কিম চর্চা কেন্দ্র এর যৌথ উদ্যোক্তা। মূল বক্তা জাতীয়তাবাদী শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস।

পুলওয়ামায় এনকাউন্টার : সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম একজন সন্ত্রাসবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

শ্রীনগর, ২৬ জুন (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল ভারতীয় সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)উ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীউ এছাড়াও আরও এক-দু'জন জঙ্গিকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্রউ

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার কাহলিল ত্রালের ব্রানপাত্রি জঙ্গলে বেশ কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে সুরক্ষা বাহিনীর কাছে খবর আসেউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার ভোর থেকে ব্রানপাত্রি জঙ্গল চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর ১৮০ ব্যাটেলিয়ন এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপউ তল্লাশি শুরু হতেই গুলিবৃষ্টি শুরু করে জঙ্গিরাউ পাল্টা জবাব দেয় সুরক্ষা বাহিনীওউ দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াই চলাকালীন, গুলির লড়াই খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীউ এছাড়াও কমপক্ষে আরও দু'জন জঙ্গিকে ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনীউ এলাকায় জারি রয়েছে তল্লাশিউ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় এখনও পর্য্যন্ত জানা যায়নি।

বরেলিতে ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রীর ছেলে-সহ মৃত ৩

বরেলি (উত্তর প্রদেশ), ২৬ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে বিয়েবাড়িতে যাওয়ার পথে উত্তর প্রদেশেরই বরেলিতে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী অরবিন্দ পাণ্ডে ছেলে অঙ্কুর পাণ্ডেউ গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও দু'জন, এছাড়াও আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেনউ বুধবার ভোররাত তিনটে নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের বরেলি জেলার ফরিদপুরের কাছে ২৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরউ

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, প্রাইভেট গাড়িতে চেপে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর অভিমুখে যাচ্ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী অরবিন্দ পাণ্ডের ছেলে অঙ্কুর পাণ্ডে এবং আরও তিনজনউ গোরক্ষপুরে একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন তাঁরাউ ভোররাত তখন তিনটে হবে, ফরিদপুরের কাছে ২৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি ট্রাকের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়উ ট্রাকের সঙ্গে জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়উ ভোররাত বিকট শব্দ শুনে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারাউ স্থানীয় বাসিন্দাদের তত্তরতায় খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়উ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ভিতর থেকে উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রীর ছেলে-সহ চারজনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ তাঁদের মধ্যে অঙ্কুর পাণ্ডে-সহ তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাউ বাকি একজন অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীনউ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল গাড়িটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন দীর্ঘায়িত করছে মিয়ানমার ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৬।। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমি রাখাইনে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে দুইবছরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মিয়ানমার নানা টালবাহানা সৃষ্টি করে এই প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করছে।এমনকি মিয়ানমার সরকার মানবাধিকার কমিশনকেও কাজ করতে দিচ্ছে না বলে জানান তিনি। বুধবার (২৬ জুন) জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা জানান।প্রশ্নোত্তর উত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়। এসময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারে তৈরি ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতবছর আগস্টে মিয়ানমার সফর করেন। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করার জন্য ইতোমধ্যে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বৈঠকে দু'দেশের সম্মতিক্রমে দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে গতবছরের ২৫ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে মিয়ানমারের সঙ্গে আমরা তিনটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছি। তিনি বলেন, চুক্তির একটিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, দুইবছরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তথাপি মিয়ানমার সরকার নানা টালবাহানা সৃষ্টি করে এই প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করছে।

শেখ হাসিনা বলেন, চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, এ সকল বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার অধিবাসীদের নিরাপত্তা, সম্মান এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চুক্তির এ আদর্শ ও মূল বাণী বাস্তবায়নের জন্য মিয়ানমার সরকারকেই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে এবং আশ্বাস দিতে হবে। কেননা মিয়ানমার সরকার নিজেরাই এ সমস্যা তৈরি করেছে। বিশ্ব জনমত ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অব্যাহতভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, জাতিসংঘ এ বিষয়ে মানবাধিকার কমিশনে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেছে। কিন্তু মিয়ানমার সরকার তাদের এ বিষয়ে কাজ করতে দিচ্ছে না। মিয়ানমারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও আমরা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দুইটি পথই খোলা রেখেছি। বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী, সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তির বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, যোগ করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সিএমএইচে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুন ২৬। জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ভর্তি হয়েছেন।

বুধবার (২৬ জুন) সকালে এরশাদ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে সিএমএইচে যান। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি সেখানে ভর্তি হন।জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের সকালে পার্টির চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের সাংগঠনিক সভায় বক্তব্যকালে এরশাদকে সিএমএইচে ভর্তির বিষয়টি জানান।

বিকেলে জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য এসএম ফয়সাল চিশতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নিয়মিত চেকআপের জন্য তিনি (এরশাদ) প্রত্যেকদিন সকালে এবং বিকেলে সিএমএইচে যান। আজও নিয়মিত চেকআপের জন্য গেলে ডাক্তারের পরামর্শে ভর্তি হয়েছেন সেখানে।

ছয়ের পাতায়

বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী, সম্ভাব্য হট্টগোল নিয়ে প্রস্তুত দু'পক্ষই

কলকাতা, ২৬ জুন (হি.স.): কাটমানি ফেরৎ দেওয়া নিয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে আলোড়ন শুরু হয়েছে, তার প্রভাব এসে পড়েছে বিধানসভাতেও। বুধবার এই পরিস্থিতিতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রী দলের নেতা-কর্মীদের কাটমানি ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে নানা রকম। জেলায় জেলায় কাটমানি ফেরৎ দেওয়া নিয়ে ভুক্তভোগীরা চড়াও হয়েছেন রাজ্যের শাসক দলের অভিযুক্ত নেতাদের বাড়িতে।

গত দু'দিন বিধানসভায় বিভিন্ন আলোচনায় এই কাটমানি প্রসঙ্গই প্রধান ছিল। এমনকি কংগ্রেস ও বাম বিধায়করা অধিবেশনের কক্ষত্যাগও করেন এই দু'দিন। গত ১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি বিধানসভা অধিবেশনে যে ভাষণ দেন, সেটি নিয়ে দু'দিন ধরে অধিবেশনে আলোচনা চলছে। প্রথা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার নিজের যাবতীয় সাফল্যের দাবি এ রকম ক্ষেত্রে লিখে দেয়। রাজ্যপাল অধিবেশনে পাঠ করেন মাত্র। গত দু'দিনে

ছয়ের পাতায়

বিহারের নওয়াদায় বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারল বাস : মৃত্যু ৩ জনের, আহত কমপক্ষে ১২

নওয়াদা (বিহার), ২৬ জুন (হি.স.): বিহারের নওয়াদা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ধারে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারল যাত্রীবোঝাই একটি বাসউ বুধবার সকালের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনেরউ এছাড়াও কমপক্ষে ১২ জন কমবেশি আহত হয়েছেনউ বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নওয়াদা জেলার কাওয়াকোল গ্রামের কাছেউ দুর্ঘটনার নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বুধবার সকালে কাওয়াকোল গ্রামের যাত্রীবোঝাই একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারেউ দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাউ পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে নিকটবর্তী থানার পুলিশউ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বিদ্যুতের খুঁটিতে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জন যাত্রীরউ এছাড়াও কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেনউ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাসটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিহারে এনসেফেলাইটিসের প্রকোপ অব্যাহত, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১৩২

মুজফফরপুর, ২৬ জুন (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল কবে থামবে, তা আপাতত কারও জানা নেইউ বিগত ২৪ ঘন্টায় মুজফফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (এসকেএমসিএইচ)-এ মৃত্যু হল আরও একটি শিশুরউ সবমিলিয়ে বিহারের মুজফফরপুরে এখনও পর্যন্ত অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩২টি শিশুরউ তার মধ্যে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তারকা নয়, ১৭ বছর পর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সাদামাটা ভাবেই ধরা দিলেন সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মালডিহা গ্রামে। তবে কর্মসূত্রে আপাতত মুম্বইতেই থাকেন সুশান্ত সিং রাজপুত। প্রথমে হিন্দি ধারাবাহিক ''পবিত্র রিস্তা'', তারপর কাই পো চে, এম এস ধোনি, কেদারনাথ সহ একাধিক ছবির মাধ্যমে অভিনেতা সুশান্ত এখন জনপ্রিয়তার শিখরে। কাজের ব্যস্ততার কারণেই দীর্ঘদিন হল দেশের বাড়িতে যেতে পারেননি সুশান্ত। অবশেষে দীর্ঘ ১৭ বছর পর সম্প্রতি নিজের দেশের বাড়ি মালডিহাতে গিয়েছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত। উদ্দেশ্য, প্রয়াত মা ও ঠাকুমার ইচ্ছাপূরণ করা।সমস্ত স্টারডম ভুলে নিজের গ্রামের বাড়ির সমস্ত সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশে গেলেন বলিউড তারকা। আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবদের কাছে সুশান্ত সেখানে তারকা নন, এক্কেবারেই তাঁদের কাছের মানুষ। দেশের বাড়িতে যাওয়াই নয় সেখানকার খগড়িয়ার ভগবতী মন্দিরে পুজোও দেন সুশান্ত। প্রাচীন রীতি মেনে সমস্ত রীতি নীতি শেষ করার পর নিজের চুলও কেটে ফেলেন অভিনেতা।তারকা সুশান্তের এই সাদামাটা জীবন কাটানোর ছবি ও ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। কখনও সুশান্তকে খালিপায়ে গ্রামের মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গেছে, কখনও বা বাইক নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কিংবা মাচায় বসে আড্ডা মারতে।''স্পট বয়'' সূত্রে খবর, সুশান্তের পৈত্রিক বাড়ি মালডিহা গ্রামে হলেও পরবর্তীকালে সুশান্তের পরিবার পাটনাতে চলে আসেন, সেখান থেকে বসবাস শুরু করেন দিল্লিতে। ২০০২ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে মা করে হারিয়েছিলেন সুশান্ত। মায়ের মৃত্যুর পরই সুশান্তের পরিবার মালডিহা ছেড়ে পাটনায় চলে আসে। পরবর্তীকালে দিল্লিতে গিয়ে নিজের পড়াশোনা শেষ করেন অভিনেতা। গ্রামের বাড়িতে সুশান্তের সঙ্গে দেখা যায় তাঁর বাবা কে কে সিং কেও।

গুরুত্ব দেওয়া উচিত আয়োডিন

দেখতে প্রজাপতির ডানার মতো 'থাইরয়েড' আমাদের শরীরের একটি গ্রন্থিরনাম। বাদামী রঙের এ গ্রন্থিটি থাকে আমাদের গলার স্বরযন্ত্রের দু'পাশে। এর কাজ হলো আমাদের শরীরের কিছু অত্যাবশ্যকীয় হরমোন উৎপাদন করা।

এ হরমোনের তারতম্যের জন্য শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, শরীর মোটা হওয়া, ক্ষয় হওয়া, মাসিক সমস্যা, ত্বকের সমস্যা হার্টের এবং চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণসহ বিশেষক্ষেত্রে ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও থায়রয়েড হরমোনের তারতম্যকে দায়ী করা হয়। তাই শারীরিক কার্যক্ষমতা সঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় এ হরমোন শরীরে থাকা একান্ত জরুরি বলেইমনে করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

শুক্রবার (২৫ মে) বিশ্ব থায়রয়েড দিবস। ২০০৯ সাল থেকে সারা বিশ্ব এ দিবসটি পালন করে আসছে। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে দিবসটি উদযাপিত না হলেও থায়রয়েড রোড সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো গত কয়েক বছর ধরেই দিবসটিকে যথাযথভাবে পালন করছে।

বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি (বিইএস) এ বছর বিশ্ব থায়রয়েড দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের (ঢামেক) এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে শনিবার (২৬ মে) ঢাকেমের গ্যালারি ১-এ বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের আয়োজন করেছে।

বিইএসের সভাপতি অধ্যাপক ডা: ফারুক পাঠান জানান, বাংলাদেশে থায়রয়েড সমস্যার সকল ধরণকে এক সঙ্গে হিসেব করলে তা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতের অবস্থানও অনেকটা এরকমই। প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের প্রায় ২ শতাংশ এবং পুরুষদের প্রায় ০.২ শতাংশ থায়রয়েড ও হরমোনের বৃদ্ধি জনিত সমস্যায় ভোগে। ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এর হার ৩.৯শতাংশ থেকে ৯.৪ শতাংশ হারে থাকতে পারে।

শিশুদের এ রোগে আক্রান্ত হবার বিষয়ে তিনি জানান, নবজাতক শিশুদেরও থায়রয়েড হরমোন ঘাটতি জনিত সমস্যা হতে পারে।

থায়রয়েডের হরমোন ঘাটতি হলে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পরবর্তী সময়ে দৈহিক বৃদ্ধির সমতা আনা গেলেও মেধার উন্নতি করা সম্ভব হয় না।

তিনি জানান বাংলাদেশ একটি গলগন্ড বা ঘ্যাগবহুল মানুষের দেশ। গলগন্ড রোগীর সংখ্যা কিছুটা কমলেও তা ৮.৫ ভাগের কম নয়। থায়রয়েড ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধির দিকে। বাংলাদেশের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও গলগন্ড রোগীদের ৪.৫ ভাগের কাছাকাছি থায়রয়েড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হয়।

এ বিষয়ে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা: হাফিজুর রহমান জানান, থায়রয়েড হরমোনের পরিমাণ স্বাভাবিক থেকেও থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। সাধারণত আয়োডিনের অভাবে গলাফুলা (গলগন্ড) রোগ হয়ে থাকে, যাকে আমরা ঘ্যাগ রোগ বলি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের বেশিরভাগ স্কুলগামী শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের আয়োডিনের অভাব রয়ে গেছে। আয়োডিন শরীরে অতি প্রয়োজনীয় এবং তা থায়রয়েড হরমোন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে থায়রয়েডেরচিকিৎসা পরিস্থিতি সম্পর্কে বি ই এসের সহ সবাপতি অধ্যাপক ড় মো. ফরিদ উদ্দিন বলেন, দীর্ঘদিন থেকে থায়রয়েডের রোগীরা এদেশে চিকিৎসা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন হাসপাতাল এ হরমোন জনিত রোগটির চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

সলমন খান আর অজয় দেবগনের সঙ্গে এ কোন সম্পর্কের কথা বললেন তাব্বু!

নয়াদিল্লি: ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে নিজেকে একটি দারুণ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। প্রচুর হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের জন্য তৈরি করেছেন দু''টি নির্শত সম্পর্কও।

কথা হচ্ছে বলিউড নায়িকা তাব্বুর। এই কর্মজীবনের ফাঁকেই তাঁর জীবনে এমন দু''জন এসেছেন, যাঁদের ওপর তিনি চোখ বুজে ভরসা করতে পারেন। তাঁরা হলেন সলমন খান আর অজয় দেবগন।সলমন আর অজয়ের সঙ্গে তাঁর নিঃশর্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এক সঙ্গে কাজ করতে করতে এক সময় একই পরিবারের সদস্যের মতোই হয়ে গিয়েছেন তিন জনে। তিনি বিশ্বাস করেন, এই সম্পর্কের কোনো দিন বিনাশ ঘটবে না।৪৭ বছরের তাব্বু সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এই দুই জনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিঃশর্ত। গোটা কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে-পাকিয়ে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, সহকর্মী থেকে একই পরিবারের সদস্যে পরিণত হয়েছেন। এঁদের দুই জনের সঙ্গেই কাজ করতে এসেই পরিচয়। কিন্তু এখন সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে, যেখানে তিনি জানেন তাঁরা কোনো অবস্থায় তাঁকে একা ছাড়বেন না। এঁরা এমন মানুষ যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতেরর পর কাজের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এমন নয় যে, এই সম্পর্ক সারাক্ষণ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বা একে অপরের থেকে অনুগ্রহ নিয়ে দৃঢ় হয়েছে। বা সারাক্ষণ কৃতজ্ঞতা বা বন্ধুত্বের প্রচার করে যাওয়া হয়। বরং এর ভীতটাই তৈরি হয়েছে ভরসা, বিশ্বাস আর ভালোবাসা দিয়ে। তাই তিনি এই দু''জনকে নিঃশর্ত ভাবে ভালোবাসেন।- মালাইকার শরীরচর্চার ভিডিও দেখে অমৃতা বলছেন ''শো অফ''তিনি বলেন, সলমনের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন যেন কোনো রকম লেনদেনের সম্পর্কহীন। কোনো রকম নামহীন একটা সম্পর্ক।১৯৯৪ সালে তাব্বু প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ''বিজয়পথ'' ছবিতে। তাঁর বিপরীতে ছিলেন অজয়। অজয়ের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে, ''ইকিকত'', ''তক্ষক'', ''দৃশ্যম'', ''ফিতুর'', ''গোলমাল এগেইন''। সামনেই আসতে চলেছে পরবর্তী ছবি ''দে দে প্যায়ার দে''।সলমনের সঙ্গে তাব্বু অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে, ''বিবি নম্বর ১'', ''হাম সাথ সাথ হ্যায়'', ''জয় হো''। সামনেই আসছে নতুন ছবি ''ভারত''।

রক্ত দেয়ার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। পরিবারের সদস্য বা বন্ধু বান্ধব কারো রক্তের প্রয়োজন হলে আমরা অনেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। তবে মনে রাখবেন শুধু রক্ত দিলেই চলবে না। রক্ত দেয়ার আগে ও পরে রক্তদাতাকে বেশ কিছু ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আসুন জেনে নেই রক্ত দেয়ার আগে ও পরে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন।

রক্ত দেয়ার আগে

তরল খাবার

রক্ত দেয়ার আগে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিন কিন্তু তৈলাক্ত কিছু খাবেন না। রক্তদানের অগে প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে।

ঘুমিয়ে নেবেন

যেদিন রক্ত দেবেন তার আগের রাতে অনেকটা সময় ভালো করে ঘুমিয়ে নেবেন। রক্ত দেয়ার দুইদিনের মধ্যে মাথা ব্যথার কোনও ওষুধ খাবেন না।

আন শুনতে পারেন

গান শুনতে পারেন অথবা আপনার আশেপাশে থাকা অন্যান্য ডোনারদের সাথে কথা বলতে পারেন। এমন একটি শার্ট পড়ুন যেটার হাতা কনুইয়ের উপর ওঠানো যায়। সবচেয়ে ভালো হয় টি শার্ট পড়লে। রক্ত দেয়ার সময় কোনও চাপ অনুভব করা যাবে না।

রক্ত দেয়ার পরে

অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়

যেদিন রক্ত দেবেন ওইদিন ভারী কোনও জিনিস বহন করবেন না। রক্ত দেয়ার পর চার গ্লাস জল খান এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় গ্রহণ করবেন না।

চুলকানি

আপনার হাতের যে জায়গায় ব্যান্ডেজ লাগানো থাকে ওইটা অন্তত কয়েক ঘন্টা রাখুন। ব্যান্ডেজ খুলে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারেন। নইলে চুলকানি হতে পারে।

মাথা ঘোরা

রক্ত দেয়ার পরপর হঠাৎ করে দাঁড়ালে অনেকের মাথা ঘোরাতে পারে এবং দুর্বল লাগতে পারে। এরকম হলে একটু শুয়ে থাকুন। একটু ভালো করলেই আবার উঠে দাঁড়ান।

আয়রন, ফোলাইট

আয়রন, ফোলাইট, রিবোফ্লাবিন, ভিটামিন বি ৬ সমৃদ্ধ খাবার যেমন লাল মাংস, মাছ ডিম, কিশমিশ, কলা ইত্যাদি খাবার বেশি করে খাবেন। এসব খাবার আপনার রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

শারীরিক পরিশ্রমের

প্রচুর পরিমাণে জল ও জল জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন। এই ব্যাপারে মোটেও অবহেলা করবেন না।

কয়েক ঘন্টার জন্য শারীরিক

পরিশ্রমের কাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং বেশ কিছুদিন সাধারণ সময়ের তুলনায় একটু কম পরিশ্রম করে বিশ্রাম নিন।

তিন মাস পর

রক্তদানের তিন মাস পর নতুন করে রক্ত দিতে পারবেন। এর আগে কোনোভাবেই পুনরায় রক্ত দেবেন না।

গেম ইজ ওভার'', আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে হুইল চেয়ারে বন্দি তাপসীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে একাই রয়েছেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই কোনও একটি কারণে বেশ আতঙ্কিত তাপসী পন্নু। কোনওকিছু নিয়ে তিনি যে বেশ উদ্বিগ্ন তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। জখম পা নিয়ে হুইলচেয়ারে বসে থাকা তাপসীকে কোনও এক আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই এই আতঙ্ক থেকে বের হতে পারছেন না। মিলছে না স্বস্তি। মঙ্গলবার মুক্তি পাওয়া ''গেম ইজ ওভার'' ছবির টিজারে এভাবেই ধরা পড়েছেন তাপসী পন্নু। গোটা ট্রেলার জুড়ে যেন এক অদৃশ্য আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে অভিনেত্রীকে। তাঁর কম্পিউটারে অবিরত চলছে ''প্যাক ম্যান'' গেম। ট্রেলার দেখে অনুমান করা যায় ছবিতে তাপসীর চরিত্রটা একজন ভিডিও গেম ডিজাইনারের। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে তাপসীর আতঙ্ক শুরু হয় তাঁর বাড়িতে কোনও এক ব্যক্তির কড়া নাড়ার আওয়াজে। বেশ বোঝা যায় বাড়িতে উপস্থিত কোনও এক আযাচিত অতিথি। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। প্রতি মুহূর্তে এই আতঙ্কই তাড়া করে বেড়াতে থাকে তাঁকে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে কোনও এক ব্যক্তিকে দেখতেও পান তিনি, তারপর? ট্রেলারটি শেষ হয়েছে হুইল চেয়ার থেকে তাপসীর পড়ে যাওয়া ও কম্পিউটারের তার ও ভিডিও গেমসের রিমোটে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায়। সবমিলিয়ে ''গেম ইজ ওভার''-এর ট্রেলারটি দেখলে আপনারও হৃদস্পন্দন যে বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

যেসব কারণে বাড়ে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি

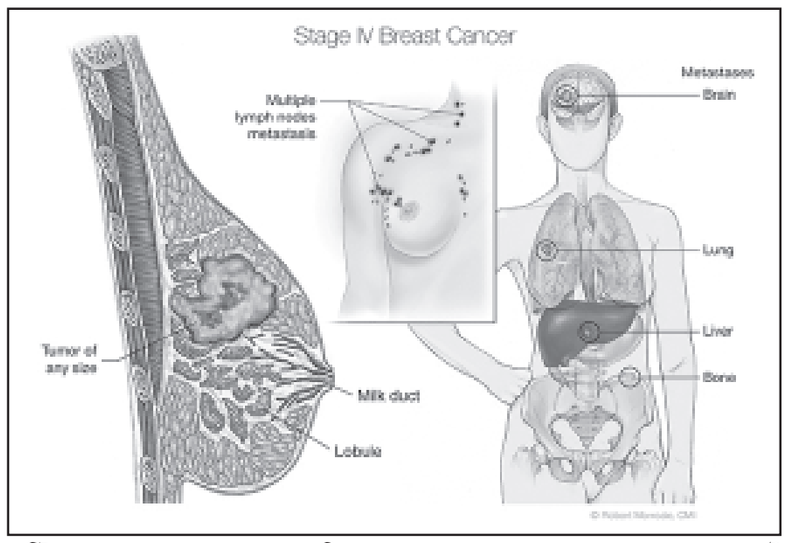

স্তন ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্তন ক্যান্সার থেকে দরে থাকতে হলে সচেতনতাই প্রথম কথা। কিন্তু আমাদেরই প্রতিদিনের কিছু কাজ এই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

আসুন জেনে নেই যেসব অভ্যাসে বাড়ায় স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি।

সঠিক মাপের ব্রা

স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকাস্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকা

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকার কারণে ঘাম, আর্দ্রতা জমে থাকা সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ঘরে থাকার সময়টুকুতে ব্রা ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।

প্লাস্টিকের বক্স

প্লাস্টিকের বক্সে খাবার রাখা এবং বিশেষত সেটিতেই ওভেনে গরম করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। এর বদলে কাঁচের পাত্র ব্যবহার করুন। আর প্লাস্টিক ব্যবহার করতে চাইলে তা ফুড গ্রেড কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

চুল রঙিন করা

চুল রঙিন করার কাজে ব্যবহৃত রঙের ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে হতে পারে স্তন ক্যান্সারও। তাই ভালো ব্র্যান্ডের ভেষজ চুলের রং ব্যবহার করুন। আর সবচেয়ে ভালো হয় মেহেদি ব্যবহার করতে পারলে।

এয়ার ফ্রেশনার এয়ার ফ্রেশনারএয়ার ফ্রেশনারে থাকা প্যাথালেট নামক প্লাস্টিসাইজিং রাসায়নিক যা সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে, তার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বরং ফুটন্ত জলেতে এক টুকরো দারুচিনি ফেলে দিন। ঘর থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে।নেপথলিন

কাপড়চোপড় পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে বা বাথরুমের দুর্গন্ধ এড়াতে বেসিনে, সিঙ্কেও নেপথলিন ফেলে রাখেন অনেকেই। কিন্তু এটি পুরোটাই ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হয়, যা কেবল পোকামাকড়কে দূরেই রাখে না, বরং আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এরচেয়ে নিমপাতা শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রেখে দিন। একই উপকার পাবেন।

রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কেবিনেট

রান্নাঘরের স্কি বা কেবিনেট যে রঙিন তরল ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিস্কার করছেন, তাতে থাকা কেমিক্যাল কেবল আপনার স্তন ক্যান্সারই নয়, মাইগ্রেন ও অ্যালার্জির প্রকোপও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই কেমিকেলযুক্ত এই ক্লিনার ব্যবহার না করে ভিনেগার বা বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন।

কানের রেড কার্পেটে হিনা খান! ঝড় উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়

কান চলচ্চিত্র উতসবের রেড কার্পেটে ছোটোপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিনা খান। এটি তাঁর প্রথমবার কানের রেড কার্পেটে হাঁটার সুযোগ। কেমন সাজলেন, কেমন হাঁটলেন? এই নিয়ে দর্শক-অনুরাগীদের কৌতুহল আর উতসাহের অন্ত ছিল না। তাই রেড কার্পেটে হিনা খানের হাঁটার পরই ঝড় উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কারগিল যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি শর্ট ফিল্ম ''লাইন''-এর স্ক্রিনিংয়ে গিয়েছিলেন হিনা।একটি সুন্দর ধুসর রঙের ঝলমলে গাউনে ২০১৯ কানের শর্ট ফিল্ম লাইনসের রেড কার্পেটে হাঁটলেন হিনা। ভারত থেকে প্রসূন যোশী এবং একতা কাপুরের সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন হিনাও। ছিলেন পরিচালক ভিগনেশ শিবনও।যাইহোক, শুধু কান উতসবে নয়, ছুটি কাটাতে দারুণ আনন্দ করলেন প্যারিস শহরেও। দেখলেন প্যারিসকেও।হিনার রেড কার্পেটের পর টুইটার হ্যান্ডেলে কে, কী প্রতিক্রিয়া দিল নিজেরাই দেখে নিন।

দক্ষিণী অভিনেতা প্রভাসের সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে অবাক হবেন

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ রাজনীতির ময়দানে বহু নেতাদের সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে আমরা অবাক হই। কিন্তু বলিপাড়ার এক এক অভিনেতাও পিছিয়ে নেই। তবে দক্ষিণী এই হ্যান্ডসাম অভিনেতার মোট সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে আপনি অবাক হবেন। প্রায় সতেরো বছরের কেরিয়ার। দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বড় নাম প্রভাস প্রায় ১৯৬.৩৫ কোটি টাকার মালিক। তাঁর বার্ষিক আয় ৪৫ কোটি টাকা। হায়দরাবাদে প্রভাসের রয়েছে এক বড় ফার্ম হাউজ।

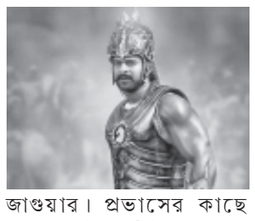

প্রভাস কিছুদিন আগেই একটি গাড়ি কিনেছেন। যার দাম ৬৮ লাখ টাকা। গাড়িটি হল রোলস রয়েজ। এছাড়াও প্রভাসের কাছে রয়েছে ২ কোটি টাকা মূল্যের জাগুয়ার। প্রভাসের কাছে রয়েছে আট কোটি টাকা মূল্যের রোলস রয়েজ।

বুধবার বিভিন্ন দাবি আদায়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য্য ঘেরাও করে এপিভিপি। ছবি- নিজস্ব।

দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদক, ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করুন ঃ সাংবাদিকদের প্রতি পূর্তমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৬।। অনিয়ম, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদক, ইভটিজিং-এর বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করতে সাংবাদিকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এর সেমিনার কক্ষে পিরোজপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এই আহবান জানান। মন্ত্রী বলেন, সংবাদ এ সমাজ ব্যবস্থাকে সভ্য করার জন্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, ইভটিজিং মুক্ত করার জন্য, মানবাধিকার ও সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্য।

তিনি বলেন, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়, দায়িত্ব চিরস্থায়ী। সকলের জন্য কাজ করা হচ্ছে দায়িত্ববোধ। সততা, দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সবাইকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। রেজাউল বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাস করেন। একারণে তিনি তথ্য অধিকার আইন করেছেন, যাতে যেকোন মানুষ তথ্য পেতে পারে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা নাগরিক দায়িত্বের বাইরে গিয়ে একটা বড় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। নানা রকম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে আপনাদেরকে কাজ করতে হয়। সমাজব্যবস্থায় সাংবাদিকদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব আছে। আপনারা সেটা পালন করে চলেছেন।

পূর্তমন্ত্রী বলেন, সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। অনলাইন পোর্টাল এখন সবচেয়ে জনপ্রিয়। মোবাইলে বসে সকল নিউজ এখন পাওয়া যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়াও এখন সংবাদ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এরকম একটি ব্যপ্তির জায়গায় আজ সংবাদ মাধ্যম চলছে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দৈনিক যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি ও পিআইবি'র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য শেখ মামুনুর রশীদ বক্তব্য রাখেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করবে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ইউজিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৬।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করবে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় (সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি)।

১৪ জুন ভারতের নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির (এসএইউ) ফিন্যানসিয়াল এক্সপার্ট কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়।আজ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারপার্সন ড়কবিতা এ শর্মার সভাপতিত্বে সার্কভুক্ত ৭ টি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, শ্রিলঙ্কা, মালদ্বিপের) প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইউজিসি'র সদস্য অধ্যাপক ড় এম. শাহনওয়াজ আলি ফিন্যানসিয়াল এক্সপার্ট কমিটির ২য় সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের বিষয়টি তুলে ধরেন। এ উপলক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনেরও প্রস্তাব করেন।এতে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়।তিনি বলেন,দেশের বাইরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন হবে।এর মাধ্যমে মহান নেতা ও সম্বাধীনতার স্থপতির জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও তার অবদান র্সাকভুক্ত দেশসমূহসহ বিশ্বের তরুণ প্রজন্ম জানতে পারবে।পাশাপাশি,এ আয়োজন শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সার্ক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং পারস্পারিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে বলে তিনি মনে করেন।উল্লেখ্য,সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি সার্কভুক্ত ৮টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জার্তিক এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০১০ সালে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করে।

জাপা নেতৃত্বাধীন জোট আগামী দিনে সরকার গঠন করবে ঃ জিএম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুন ২৬।। জাতীয় পার্টির (জাপা) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জিএম কাদের মঙ্গলবার বলেছেন, তার দল আগামী দিনে একটি জোটের নেতৃত্ব দেবে যেটি সরকার গঠন করবে। রাজধানীর এজিবি কলোনি কমিউনিটি সেন্টারে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সভায় তিনি বলেন,জাতীয় পার্টি আগামী দিনে একটি জোটের নেতৃত্ব দেবে এবং ওই জোট সরকার গঠন করবে।

তিনি বলেন, প্রতিটি বড় দলই জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করছে। কারণ জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন না করলে ভালো ফলাফল করা যাচ্ছে না। কিন্তু বড় দলগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে ছোট দলগুলো অস্তিত্ব সংকটে পড়ে, বলেন জিএম কাদের। তিনি বলেন, দলকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী করতে পারলে স্বকীয়তা নিয়ে রাজনীতিতে একটি জোটের নেতৃত্ব দিতে পারবে জাপা।আগামীতে জাতীয় পার্টি সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ২৯ বছরে জাতীয় পার্টি ক্ষমতার বাইরে থেকে ঘাত-প্রতিঘাত ও চাড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, সকল প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

কাদের বলেন, তিনি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মতামত, পরামর্শ এবং শক্তিতে জাতীয় পার্টি পরিচালনা করতে চান। আমি পার্টির সাধারণ কর্মীদের সমর্থন ও আস্থা নিয়ে জাতীয় পার্টিকে এগিয়ে নিতে চাই। আমি কর্তৃত্বপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, যোগ করেন তিনি। জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা বলেছেন, যদিও তারা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অধীনে ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন কিন্তু জাতীয় পার্টির প্রতি ক্ষমতাসীন দলের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। রাঙ্গা দাবি করেন, আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে কোন্দল থাকলেও জাতীয় পার্টি ঐক্যবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার বিদ্যুৎ মাশুলহার নিয়ে প্রশ্ন বিধানসভায়

কলকাতা, ২৬ জুন (হি. স.) : রাজ্যের এবং সিইএসসি-র বিদ্যুৎ-মাসুল নিয়ে বুধবার বিধানসভায় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। এর জেরে আলোচনার জন্য কাল দুপুরে বিদ্যুৎমন্ত্রী ডেকে পাঠিয়েছেন সিইএসসি-র এবং রাজ্যের পর্ষদের কর্তাদের।

সম্প্রতি বিজেপি একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যুৎমাশুলের হার দাখিল করে অভিযোগ করেছে, সিইএসসি অনেক বেশি মাশুল নিচ্ছে। মুকুল রায় প্রকাশ্যেই বলেছেন, "এ ব্যাপারে কয়েক হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। শাসক দলের কিছু প্রভাবশালী এর সঙ্গে জড়িত। এটা একটা বড় প্রতারণা। আমরা ক্ষমতায় এলে এ নিয়ে তদন্ত করব। চেষ্টা করব এই খাতে প্রতারিতদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার।" সিইএসসি-র মালিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য মানুষ সুবিচার পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন মুকুলবাবু।

আজ বিধানসভা অধিবেশনে সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী প্রায় একই অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, অনেকের ধারণা এ রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল বেশি। দক্ষিণে তামিলনাড়ু, পশ্চিমে গুজরাত, উত্তরে হিমাচল প্রদেশ ও পূবে আমাদের পড়শি রাজ্য ওড়িশায় ইউনিটপিছু এই দাম যথাক্রমে ৩ টাঃ ৫৩ পঃ, ৪ টাঃ ০৩ পঃ, ৪ টাঃ ৭০ পঃ ও ৪ টাঃ ৪৫ পঃ। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দ্বিগুন। একই দেশে কেন এ রকম বৈষম্য? গোটা দেশে এই হার সমতুল করার লক্ষ্য আছে কি?" এ ব্যাপারে তিনি বিদ্যুৎমন্ত্রীর ব্যাখ্যা চান।

শোভনদেববাবু জবাবে বলেন, বিদ্যুতের দাম আমরা ঠিক করি না। সেই ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা ভরতুকি দিই। কয়লার দাম, সেস, উৎপাদনের খরচ, পরিবহণব্যয়সব আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে পাঠাই। ওরাই মাশুল ঠিক করে।" এর পর তিনি বেসরকারি বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ পরিবহণ সংস্থার মাশুলহার অধিবেশনে পেশ করেন। বলেন, মুম্বাইয়ে দুটি সংস্থা বিদ্যুতের দাম ইউনিটপিছু ৯ টাঃ ৬২ পঃ ও ৯ টাঃ ১৮ পঃ। ওই শহরে 'বেস্ট'-এর মাশুল ৭ টাকার ওপর। দিল্লিতে টাটা ও রিলায়েন্সের দাম যথাক্রমে ইউনিটপিছু ৮ টাঃ ১২ পঃ ও ৮ টাঃ ১৬ পঃ। নয়াদিল্লি পুরসভার দাম ৭ টাঃ ৮১ পঃ। সেক্ষেত্রে সিইএসসি নেয় ৭ টাঃ ৩১ পঃ, আর রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিবহণ নিগমের (এসইডিসিএল) হার ৭ টাঃ ১২ পঃ।

লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ : ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিজমির 'ফের জরিপ', রেল কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে অসম্মতি

হাফলং (অসম), ২৬ জুন (হি.স.) : লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ প্রকল্পের নির্মাণকাজ করতে গিয়ে নিউহাফলং থেকে নিউহারাঙ্গাজাও পর্যন্ত যে-সব গ্রামবাসীর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার বিষয় নিয়ে হাফলঙে জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা প্রশাসন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের রাজস্ব বিভাগ, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ, আন্দোলনকারী ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টসফোরাম, ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরামের এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার পৌরোহিত্যে ক্ষতিপূরণের ইস্যু নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার পল্লব জানান, ব্রডগেজের নির্মাণকাজ করতে গিয়ে নিউহাফলং থেকে নিউহারাঙ্গাজাও পর্যন্ত যে-সব গ্রামের বাসিন্দাদের কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে এ-সব গ্রামে পুনরায় জরিপ করে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নির্ধারণ করার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের নির্মাণ শাখার জেনারেল ম্যানেজার তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বৈঠকে রেলের এমন সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হয়নি ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম ও ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টসফোরাম।

আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ডেভিড কেভম বলেন, ২০১৫ সালে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ ডিমা হাসাওয়ের জেলা প্রশাসন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের রাজস্ব বিভাগ ও ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টসফোরামের প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে যৌথ জরিপ চালিয়ে ক্ষতিপূরণের বিষটি নির্ধারণ করেছিলেন। এর পর উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের জিরাত ভ্যালু বাবদ ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে মিটিয়ে দিলেও ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বাবদ ক্ষতিপূরণ ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা মিটিয়ে দেয়নি। এমতাবস্থায় পুনরায় জরিপ করে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত কোনও অবস্থায় মানবেন তাঁরা, জানিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনের নেতা ডেভিড কেভম। তাঁর অভিযোগ, পাঁচ বছর পর আবার জরিপ করে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টি আরও দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করছে রেলের নির্মাণ শাখা। নির্মাণ শাখার ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কথা শুনে জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া বলেন, পুনরায় ক্ষতিপূরণের বিষয় নিয়ে নতুন করে জরিপের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসকের পক্ষ থেকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের নির্মাণ শাখার জিএম-এর কাছে প্রেরিত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিউহাফলং থেকে নিউহারাঙ্গাজাও অংশে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বাবদ ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেয়নি কর্তৃপক্ষ। তার পর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ২৯ জুন জেলা প্রশাসন রাজস্ব বিভাগ রেল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলি পরিদর্শন করবেন। তার পর ক্ষতিপূরণের ইস্যু নিয়ে জেলা প্রশাসন, রেল বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ নিয়ে গঠিত কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। পরবর্তীতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেবে বলে জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়াকে অবগত করেন নির্মান শাখার ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার। উল্লেখ্য, লামডিং-শিলচর ব্রডগেজের নির্মাণকাজ করতে গিয়ে নিউহাফলং থেকে নিউহারাঙ্গাজাও পর্যন্ত প্রায় ৫০টি গ্রামের ৫০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেয়নি বলে অভিযোগ।

বাজারিছড়ায় বিশ্ব নেশা বিরোধী দিবস

বাজারিছড়া (অসম), ২৬ জুন (হি.স.) : গোটা বিশ্বের সঙ্গেথে সংগতি রেখে আজ ২৬ জুন স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব নেশা বিরোধী দিবস পালন করা হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়ায়। এই দিবস উপলক্ষ্যে সকাল নয়টা নাগাদ বাজারিছড়া থানা প্রাঙ্গণ থেকে এক বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় তিন শতাধিক পড়ুয়া-সহ পুলিশকর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং নানা সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তা। মিছিলে অংশগ্রহণকারী বাজারিছড়া এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বাজার কমিটি, মাকুন্দা খ্রিস্টান মিশনারি হাইস্কুল, বাজারিছড়া লিটিল ফ্লাওয়ার্স ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ওয়ার্ল ভিজন এনজিও, শিবেরগুল মহাবীর পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের নেশা বিরোধী সংলাপ সংবলিত প্ল্যা-কার্ড।

নেশা বিরোধী স্লোগান সংবলিত স্লোগান দিয়ে মিছিলটি এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা শেষে বারোটা নাগাদ ফের থানা প্রাঙ্গণে পৌঁছে।এর পর বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিকের পৌরোহিত্যে থানা প্রাঙ্গণে এক মাদক বিরোধী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ওসি মালসেম থিক বলেন, সামাজিক সচেতনতার অভাবে দিনের পর দিন নেশার সম্রাজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিপথগামী হচ্ছে যুবসমাজ। এতে বহু বাড়িতে সংগঠিত হচ্ছে নানা কলহ। নেশার হাত থেকে বাঁচতে হলে, সমাজকে নেশামুক্ত করতে হলে প্রথমে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। শুধু মিছিল করে বিশ্ব নেশা বিরোধী দিবসটি ঘটা করে পালন করলে সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য প্রত্যেককে সচেতন হয়ে, বিশেষ করে যুবসমাজের প্রতি কড়া নজর দিতে হবে। সেই সঙ্গে অবৈধভাবে চলমান নেশার ঘাঁটিগুলো চিহ্নিত করে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, বলে ওসি থিক।

সভার অন্য বক্তা পুলিশের এসআই মানবজ্যোতি মালাকার বলেন, যতই নেশার কুফল নিয়ে সচেতনতা বাড়বে ততই সমাজের জন্য মঙ্গল। নেশার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে সমাজের সচেতন নাগরিক, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংস্থাকেও এগিয়ে আসতে হবে। আজকের সভায়

ছয়ের পাতায়

বুধবার আন্তর্জাতিক নেশা বিরোধী দিবসে বিএসএফ জওয়ানদের রাজধানীতে র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

'ধর্মোন্মাদ' থেকে 'ক্ষুধার্ত বাঘ' বিজেপি-কে হরেক উপাধি মমতার

কলকাতা, ২৬ জুন (হি. স.) : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ 'বঞ্চনা' এবং 'দেখে নেওয়ার' হুমকি-সহ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ ছিল টানটান উত্তেজনায় ভরা। বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আজও বলেন, "লোকসভা ভোটের এই ফলাফল আমি কিছুতেই মানব না।" ভোটযন্ত্রে কারচুপির উল্লেখ করে তিনি বলেন, "অনেক দল দেখেছি। সিপিএম, কংগ্রেস এরা কেউ দেশটাকে ভাঙবে না। কিন্তু বিজেপি ধর্মোন্মাদনার মাধ্যমে মানুষের মগজধোলাই করছে। দেশের পক্ষে এটা একদম ভাল নয়।"

কংগ্রেস-সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে সায় দেয়নি। বরং বিধানসভায় কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক মনোজ চক্রবর্তী এর প্রতিবাদ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেন, "আরে! এ তো ভাল বললেও বোঝোনা! আমি তো তোমাদের প্রশংসা করছি! বিজেপি এমন একটি রাজনৈতিক দল, কাউকে কাজ করতে দিচ্ছে না। ওরা জোতদার-জমিদারদের দল। কেন ওরা এ রকম ক্ষুধার্ত বাঘের মত আচরণ করছে? নির্বাচনের আগে থেকেই অন্য দলের লোকদের ফোন করছে। কাটমানি দিচ্ছে।"

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্য প্রতিবাদ করলে মুখ্যমন্ত্রী রেগে গিয়ে প্রশ্ন করেন, "বিজেপি-র বিরুদ্ধে বেশি কিছু বললে আপনি রাগ করছেন কেন? আপনার বিরুদ্ধে বললে আপনি বলবেন!" নির্বাচনের সময় বিভিন্ন ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা ঢুকেছে। এই অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাতে সিআইএসএফ সঙ্গে নিয়ে বিজেপি বাড়ি বাড়ি গিয়েছে। পাঁচ জন ভোটদাতা থাকলে মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা করে ওদের দিয়ে বিজেপি ভোট কিনেছে। লক্ষ লক্ষ বাইক নিয়ে ঘুরেছে। বিজেপি-কে ভোট দিলে পরিণাম কী হয়, তার প্রমাণ ভাটপাড়া।

এ সব কথায় সিপিএমের সুজনবাবু, অশোকবাবু প্রতিবাদে হইহই করে ওঠেন। মমতা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, "আর ওদের সমর্থন করবেন না। ওদের ভোট দেওয়ার ফল জেনে নিন। রাস্তায় লোক হাঁটতে ভয় পাচ্ছে। দু'বার তো ওখানে (ভাটপাড়া) গিয়েছিলাম!" এর আগে তিনি বলেন, "২০১১-তে বারাকপুরে টিএমসি জেতার পর কোনও গন্ডগোল হয়েছিল? সারা বাংলায় সেই সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুলগীতি বেজেছে। আজ এ সব কী ঘটছে! এক শ্রেণীর প্রচারমাধ্যম ক্রমাগত মিথ্যে খবর পরিবেশন করছে। সব বিজেপি-র মুখপত্র হয়ে গিয়েছে। আসল তথ্য চেপে যাচ্ছে। এখনও বিজেপি-র কিন্তু সেই ক্ষমতা হয়নি।" পরে ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, "৯৯ শতাংশ চ্যানেলের মালিক ওদের লোক। সব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছে বিজেপি। বাংলাতেও

ছয়ের পাতায়

বুধবার নেশা বিরোধী অভিযান চালায় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ বটতলা এলাকাজুড়ে। ছবি- নিজস্ব।

অশালীন নাচে ফের উন্মাদ হল ভাঙড় : নাম জড়াল তৃণমূল নেতৃত্বের, গ্রেফতার তিনজন

ভাঙড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৬ জুন (হি.স.): আবারও অশালীন নাচে উন্মাদ হল ভাঙড়। এবারও অশালীন নাচে নাম জড়াল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। বছর কয়েক আগে পয়লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন অনুষ্ঠান মঞ্চে এই ধরনের অশালীন নাচ দেখেছিলেন ভাঙড়বাসী। বিষয়টি জানাজানি হতেই মুখ পুড়েছিল ভাঙড় তথা তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের। কার্যত একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল এবার শানপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমকুঁড়িয়া গ্রামে। সেখানে লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের জন্য অশালীন নাচের আসের বসালেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে, এবারের অশালীন নাচের মাত্রা কার্যত কোনও অংশেই ”নীল ছবি”-র থেকে কম নয়। নাচের তালে নর্তকীরা দেহের কাপড় তুলে দর্শকদের নিজেদের শরীর প্রদর্শন করছেন। আর সেই ছবি সেখানে উপস্থিত দর্শকরা নিজেদের মোবাইল ফোনে বন্দী করছেন। ছবি ভাইরাল হতে অবশ্য বেশী সময় লাগেনি। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে এলাকার উপপ্রধান আনসার মোল্লার। এই ঘটনায় বুধবার সকালে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার সকালে কাশীপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে তিনজনকে। বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে তোলা হবে। তবে, মূল অভিযুক্ত উপপ্রধান গ্রেফতার হয়নি।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী তিন লক্ষের বেশী ভোটে জয় লাভ করেছেন। আর এই জয়ের পিছনে অন্যতম ছিল ভাঙড় বিধানসভার প্রায় আশি হাজার ভোটের লিড। আর ভাঙড় বিধানসভার মধ্যে অন্যতম শানপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত অনেক ভালো লিড দেয় তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তীকে। ভোটের ফল ঘোষণার পর এলাকায় বিজয় মিছিল করার কথা ছিল, কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ফল খারাপ হওয়ার কারণে বিজয় মিছিলে অনুমতি দেননি। আর সেই কারণে স্থানীয় নেতৃত্ব কোনও বিজয় মিছিল করে তাদের জয়ের আনন্দ ভাগ করতে পারনেনি। তাই বিজয় মিছিলের পরিবর্তে এলাকায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনসার মোল্লা। গত সোমবার রাতে ভাঙড়ের নিমকুড়িয়া গ্রামে সেই বিচিত্রানুষ্ঠানে চটুল গানের তালে নাচ পরিবেশণ করেন কয়েকজন বার ড্যান্সার। স্বল্প বসনা নর্তকীরা মঞ্চে নাচ করার সময় মাঝে মধ্যেই তাদের বিবস্ত্র দেহ দেখাতে থাকেন দর্শকদের। সেই দৃশ্য দেখার জন্য দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত কিশোর, যুবকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিলেও, অনুষ্ঠান স্থল থেকে শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধরা চলে যেতে বাধ্য হন। যদিও, পুলিশের বিনা অনুমতিতে এলাকায় অশ্লীল নাচ গানের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এমন অভিযোগ পেয়ে রাতেই সেই অনুষ্ঠান বন্ধ করে কাশীপুর থানার পুলিশ। এমন ঘটনায় স্বভাবতই মুখ পুড়েছে ভাঙড়ের তৃনমূল নেতৃত্বের। যদিও, এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত নেই বলেই দাবি করেছেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। পাশাপাশি এমন ধরণের অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এবারের লোকসভা নির্বাচনে নিমকুড়িয়া গ্রাম থেকে ভাল মার্জিন পেয়েছে তৃণমূল। তাই দলের নির্দেশে যখন বিজয় মিছিল করা বারণ তখন আনসার অনুগামীরা দাবি তোলেন একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের জন্য। অনুগামীদের দাবি মেনে আনসার প্রথমে কাবালির আসর করবেন বলে রাজি হয়েও পরে বার ড্যান্সার আনার সিদ্ধান্ত নেন। আর তাতেই অপসংস্কৃতির অভিযোগ ওঠে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। অনুষ্ঠানের খবর পৌঁছয় কাশীপুর থানার কাছে। রাতেই কাশীপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। অভিযুক্ত উপ প্রধান আনসার মোল্লাকে ঘটনার পর থেকে এলাকায় দেখা যায়নি। তার মোবাইল ফোনের সুইচ ও অফ।

উপাধি মমতার

পাচের পাতার পর

প্রচারমাধ্যমের ৭৫ শতাংশ ওরা নিয়ে নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের 'অ্যাডভাইসরি' পাঠানোর কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "উত্তরপ্রদেশে গুলি করে বা ধোলাইয়ে খুনের পর ক'বার অ্যাডভাইসরি পাঠানো হয়েছে? ঝাড়খন্ড, হরিয়ানায় অ্যাডভাইসরি পাঠানো হয়েছে ক'বার? বিজেপি-র এখানকার নেতা উত্তরপ্রদেশ থেকে লোক এনে 'এনকাউন্টার করে মারব' বলা সত্বেও পুলিশ বসে আছে দেখুন।" পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "(বিজেপি-র) বক্তৃতার জোর কী! মাথা ফাটিয়ে দেব। বুক ভেঙে দেব। আমরা বাঙলা সংস্কৃতির মানুষ। টাকার ফোয়ারা দেখিয়ে বিজেপি বাংলার সর্বনাশ করছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খেজুরিতে যাওয়ার পথে ভারতী ঘোষের গাড়ি আটকায় পুলিশ, পথ অবরোধ ঘিরে ধুন্ধুমার

খেজুরি , ২৬জুন (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরর খেজুরির বিজেপি কর্মী সুমন দাসকে অনৈতিকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে এমনই দাবীতে বুধবার বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ খেজুরিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হেড়িয়ার কাছে আচমকাই তাঁর পথ আগলে দাঁড়ায় পুলিশ। কাঁথির মহকুমা পুলিশ আধিকারীকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী তাঁদের আটকে দেয়। ফলে বুধবার সকালে রীতিমতো ধুন্ধুমার কান্ড লেগে যায় হেড়িয়া বাজারে। পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। ভারতী ঘোষকে থামাতে তাঁর গায়ে হাত দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ বিজেপির তরফে। এছাড়াও বিজেপির কাঁথি জেলার সভাপতি তপন মাইতিকেও পুলিশ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।এই নিয়ে বিজেপি নেতা কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের চূড়ান্ত বচসা বাধে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ভারতী ঘোষ সহ বিজেপি নেতারা হেড়িয়ার বোগা রাস্তায় বসে পড়েন। এরফলে রাস্তায় চূড়ান্ত যানজট তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে হাজির হয় প্রায় বেশ কয়েক"শ পুলিশ। পুলিশের দাবী, ভারতী ঘোষ খেজুরিতে ঢুকলে সেখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। যদিও ভারতী ঘোষের দাবী, খেজুরিতে কোনও উত্তেজক পরিস্থিতি থাকলে সেখানে ১৪৪ ধারা জারি থাকত। কিন্তু তেমন কোনও ব্যাপার ঘটেনি। অথচ স্বাধীন ভারতের একটি রাজ্যে প্রহৃত দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পুলিশ দিয়ে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এ আমরা কোথায় বাস করছি। পুলিশের পালটা অভিযোগ, মহিলা পুলিশদের ওপরে হামলা চালিয়েছে বিজেপি কর্মীরা। মহিলা পুলিশ কর্মীদের শ্লীলতাহানীর চেষ্টা হয়েছে বলেও পুলিশের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬ জুন (হি.স) : আজ ২৬ জুন, সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮১ তম জন্মবার্ষিকী। ১৮৩৮ সালে ২৬ জুন উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, নৈহাটি শহরে অবস্থিত কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহন করেন তিনি। বুধবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের সাহিত্য সম্রাটের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'বন্দে মাতরম সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে প্রণাম।' ১৮৮২ সালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল ”বন্দে মাতরম” গানটি। গানটির সংলাপ ছিল সংস্কৃত-বাংলা মিশ্রভাষায়। এই গানটি ভারত মাতা বন্দনাগীতি এবং বাংলা মা তথা বঙ্গদেশের একটি জাতীয় মূর্তিকল্প। তৎকালীন সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ”বন্দে মাতরম” গানটিকে ”বঙ্গদেশের জাতীয় সংগীত” বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই গানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই এদিন সাহিত্য সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানাতে এই গানটিই বেছে নেন মুখ্যমন্ত্রী।সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে, ”সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) তাঁর লেখা। অন্যদিকে সাহিত্য চর্চার সঙ্গেই তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সাংবাদিকও। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সাধারণত প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে গীতার ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে, সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। এরপর ১৮৯৪ সালে ৮ এপ্রিল জীবনাবসান হয় তাঁর। বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাঁর অসীম অবদানের জন্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ”সাহিত্য সম্রাট” হিসেবে অমরত্ব লাভ করেন তিনি।

বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন (হি. স.) : রোদ ঝলমলে মনোরম আবহাওয়ায় বুধবার দিন শুরু হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দিল্লিতে চড়তে থাকে উষ্ণতার পারদ। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বর্ষার আগমন ঘটলেও অনেক জায়গাতেই অব্যাহত গরমের দাবদাহ। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এদিন দিল্লির তাপমাত্রার পারদ সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্পর্শ করতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

যদিও এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এর প্রভাবে রাতের দিকে বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দতার পরিমাণ ছিল ৬৬ শতাংশ। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু হালকা বৃষ্টি হলেও শহরে বর্ষার আগমন ঘটতে এখনও সপ্তাহখানেক বাকি।

বিরোধী দিবস

পাচের পাতার পর

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বেশ কয়েকজন ভিডিপি সম্পাদক-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তা, সংবাদকর্মী, বিশিষ্ট নাগরিক, বাজারিছড়া বাজার কমিটির কর্মকর্তারা।

বেড়ে ১৩২

তিনের পাতার পর

হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছে ১১১টি শিশুরঊ এছাড়াও মুজফফরপুরের কেজরিওয়াল হাপাতালে মৃত্যু হয়েছে ২১টি শিশুরঊ

কেন এনসেফেলাইটিসে একের পর এক শিশু-মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বিহারের মুজফফরপুরে? নেপথ্যে কী সরকারি গাফিলতি, নাকি অন্য কোনও কারণ আছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, অপুষ্টিই শিশু-মৃত্যুর কারণঊ আবার মুজফফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের প্রধান চিকিতক গোপাল শঙ্কর বলেছেন, 'তীব্র তাপপ্রবাহ ও কম বৃষ্টিপাতের কারণেই শিশু-মৃত্যুর ঘটনা ঘটছেঊ' তবে এই প্রথম নয়, এর আগে ২০০৫, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪ সালেও শিশু-মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বিহারেঊ

প্রস্তুত দু'পক্ষই

তিনের পাতার পর

পক্ষে-বিপক্ষে অংশ নিয়েছেন ৩৯ জন বিধায়ক। এ ছাড়াও সাত জন বিধায়কের আনা মোট ১৫০টি সংশোধনীর প্রস্তাব পেশ হয়েছে অধিবেশনে। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী বুধবার রাজ্যপালের বক্তৃতার ওপর ভাষণ দিতে অধিবেশনে আসবেন।

বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান জানিয়েছেন, "কাটমানি প্রসঙ্গে কমিশন তৈরি না করলে আমরা ছাড়ব না।" কংগ্রেসের চিফ হুইপ মনোজ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীকে যোগ্য জবাব দিতে আমরা প্রস্তুত।' এই অবস্থায় আজকের বিধানসভা অধিবেশনের দিকে তাকিয়ে গোটা রাজনৈতিক মহল।

সিএমএইচে ভর্তি

তিনের পাতার পর

এমনও হতে পারে আবার রাতেই তিনি বাসায় ফিরে আসবেন।

সাংগঠনিক সভায় এরশাদের সবশেষ শারীরিক অবস্থা তুলে ধরে জিএম কাদের বলেন, এরশাদ পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছেন। তাই আজ (২৬ জুন) সকালে সিএমএইচে ভর্তি হয়েছেন। এরশাদের নির্দেশিত পথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতাকর্মীদের নিয়ে এগিয়ে যাবে জাপা।

সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাপা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও তিনি সিঙ্গাপুর থেকে উন্নত চিকিৎসা নিয়ে ফেরেন। তারপর থেকে তিনি নিয়মিত সিএমএইচে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছেন।

দিঘায় অটো দুর্ঘটনায় মৃত্যু গোবরডাঙার মহিলার, আহত কমপক্ষে ৯ জন

দিঘা (পূর্ব মেদিনীপুর), ২৬ জুন (হি.স.): দিঘায় বেড়াতে গিয়ে বাড়ি ফেরা আর হল নাঊ নিউ দিঘা স্টেশন থেকে সামান্য দূরে অটো দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙার বাসিন্দা একজন মহিলা পর্যটকঊ মৃত মহিলা পর্যটকের নাম হল, শ্রাবন্তী মণ্ডল (৩৫)ঊ তাঁর বাড়ি গোবরডাঙার বেলেনি এলাকায়ঊ ওই মহিলা পর্যটকের মৃত্যুর পাশাপাশি অটো দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজনঊ পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বুধবার সকালে একটি অটো দিঘা থেকে মোহনা যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারেঊ নিউ দিঘা স্টেশন থেকে সামান্য দূরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছেঊ ওই মহিলা ছাড়াও সেই অটোর যাত্রী ছিলেন ওই মহিলার স্বামী ও মেয়ে-সহ মোট ৯ জনঊ

মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ৫০ জনের একটি দলের সঙ্গে বাস ভাড়া করে দিঘায় বেড়াতে এসেছিলেন তাঁরাঊ মঙ্গলবারই নিউ দিঘার একটি হোটেলে ওঠেন তাঁরাঊ বুধবার সকালে প্রত্যেকে মোহনায় ঘুরতে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেনঊ কিন্তু, অটোটি এত দ্রুত গতিতে ছুটছিল যে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বেসরকারি বাসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারেঊ

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাসটি নিউ দিঘা ছেড়ে যাওয়ার সময় বাসটির সামনে একটি সাপ এসে পড়েঊ তখনই বাসের চালক ব্রেক কষেনঊ বেসামাল হয়ে বাসের পিছনে ধাক্কা মারে অটোটিঊ প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাঊ গুরুতর আহত অবস্থায় শ্রাবন্তীদেবীকে উদ্ধার করে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ বাকিদের আঘাত সামান্য হলেও, মাথায় ও পায়ে চোট পেয়েছেনঊ এরইমধ্যে সুযোগ বুঝে অটো নিয়ে পালিয়ে যায় চালক।

ময়নাগুড়ি বাজারে তালা ভেঙে দুটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়

ময়নাগুড়ি, ২৬ জুন (হি. স) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি বাজারে ফের তালা ভেঙে দুটি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। পাশেই আরও একটি দোকানেও তালা ভাঙার চেষ্টা করা হয়। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

ময়নাগুড়ি বাজারের উপর রণজিৎ সূত্রধরের কাঁচের দোকানে তালা ভেঙে এক হাজার টাকা এবং পাশে রণজিৎ বাবুর ছেলে সঞ্জীব সূত্রধরের হার্ডওয়্যারের দোকানে তালা ভেঙে ক্যাশবাক্সে রাখা দুই হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। প্রসঙ্গত, গত ২১ জুন রাতে ময়নাগুড়ি বাজারে মুদিখানার প্রদ্যুতকুন্ডুর দোকানে তালা ভেঙে ২৫ হাজার টাকা সহ দোকানের সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছিল চোরের দল। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন। ঘটনার তদন্ত করছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

পৃথক স্থানে

● **প্রথম পাতার পর**

আহত হয়েছে। তাদের প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জিবিতে রেফার করা হয়েছে। পুলিশ গাড়ি ও বাইকটি আটক করেছে।

ঘোষণা আজ

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার মানুষ তাঁদের প্রত্যাখান করেছেন। তাঁর যুক্তি, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত উপ-নির্বাচনে ৯৫ শতাংশ বুথে বিজেপি ৬০-৭০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অথচ, পরাজয়ের জন্য নিরাপত্তাকে দায়ি করেছে বিরোধীরা। তাঁর কথায়, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা হারিয়েছে বিরোধীরা। তাই, তাঁরা শুধুই অজুহাত খুজে বেড়াচ্ছেন।

এদিকে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি এককদম এগিয়ে রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, বিরোধীরা প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন করতে পারেনি। অথচ, শাসক দল বিজেপি বৃহস্পতিবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সমস্ত আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেবে। এ-বিষয়ে প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য্য জানান, আগামীকাল প্রদেশ বিজেপি সদর কার্য্যালয়ে সমস্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেওয়া হবে।

ত্রিস্তর

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য ভোট নেওয়া হবে। তিনি জানান, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১২,০৩,০৭০ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ভোটার হচ্ছেন ৬,১৬,৮৯৩ জন, মহিলা ভোটার হচ্ছেন ৫,৮৬,১৭৬ জন, অন্যান্য ১ জন। তিনি বলেন, সচিত্র পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোটাররা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে কোনও ভোটারই যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত না হন সে লক্ষ্যে ভোটার তালিকায় নাম থাকা কোনও ব্যক্তি বিকল্প নথি দেখিয়েও ভোট দিতে পারবেন।

এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, এবারের নির্বাচনে ৬টি অতিরিক্ত সহ মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে ২৬২৩টি। এর মধ্যে উত্তর জেলায় ৩৪৬টি, ঊনকোটি জেলায় ২৩৯টি, ধলাই জেলায় ১৬৩টি, খোয়াই জেলায় ২১৭টি, পশ্চিম জেলায় ৪৫৯টি, সিপাহীজলা জেলায় ৫২৫টি, গোমতী জেলায় ২৮৫টি এবং দক্ষিণ জেলায় ৩৮৯টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনী এলাকায় আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। এই আচরণবিধি সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল, ভোটার সহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্য পুলিশের আই জি পুনিত রস্তোগি জানান, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন।

সংলগ্ন রাজ্যে বৃষ্টি

আটের পাতার পর

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টিতে খানিকটা বিলম্ব হয়েছে। যার ফলে সমগ্র দেশের সঙ্গে উত্তরপূর্বেও মৌসুমিবায়ুর প্রভাব বিগত ১২ বছরের মধ্যে ধীরগতি চলছে। তাই বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমেছে। বলা হয়েছে, মৌসুমিবায়ুর প্রভাব না পড়ায় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার ইত্যাদি রাজ্যের পাশাপাশি অসমও প্রচণ্ড দাবদাহের কবলে পড়তে হয়েছে।

বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা ভারতের তৃতীয় ইন্টারনেট গেটওয়ে হওয়ার পর থেকে তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে। তাছাড়া, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর কর্মসংস্থানের প্রশ্নে তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে প্রধান্য দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। তাই, সর্বসুবিধা সম্পন্ন একটি আইটি পার্ক গড়ে তোলারও পরিকল্পনা রয়েছে ত্রিপুরা সরকারের। ফলে, বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে আজকের বৈঠক সেই দিশায় এগিয়ে যাওয়ার উপলক্ষ বলে মনে করা হচ্ছে। আজকের সভায় মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, নগরোন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা মিলিন্দ রামটেকে, তথ্য-প্রযুক্তি অধিকর্তা সলিল দাস ও অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মাদক ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে বিএসএফ-এর সাইকেল মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। আন্তর্জাতিক মাদক এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় বাই-সাইকেল মিছিলের আয়োজন করে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার্স। মূলত এদিন বিএসএফ-এর তরফে দুটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। একটি মিছিল শুরু হয় পশ্চিম জেলার অন্তর্গত মোহনপুর মহকুমার বিএসএফ ক্যাম্প থেকে এবং ওপরটি শুরু হয় পশ্চিম জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমার রায়মুড়া বিওপি থেকে।

শতাধিক বিএসএফ জওয়ান বাই-সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে প্রায় ৪০ কিমি দূরে আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) পর্যন্ত আসেন। এখানেই মিছিলটি শেষ হয়। এই সাইকেল মিছিলে বিএসএফ জওয়ানরা মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের নানা কুফল লেখা ও ছবি সংবলিত প্ল্যা-কার্ড সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। রাজ্যের যুবসমাজকে নেশাদ্রব্য ও ড্রাগস-এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করা, চোরাচালনকারীদের এই সকল পেশা থেকে সরে এসে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের আহ্বান জানিয়ে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে বলে অংশগ্রহণকারী বিএসএফ জওয়ানরা জানান।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, বৃষ্টিতে ভিজল মুম্বই শহরতলি

মুম্বই, ২৬ জুন (হি. স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মহারাষ্ট্রে বর্ষার আগমন হলেও বুধবার সারাদিন ধরেই হালকা বৃষ্টি হল মুম্বই ও আশেপাশের শহরতলিতে। একটানা তাপপ্রবাহের পর অবশেষে মঙ্গলবার সন্ধের পর থেকে রাজ্যজুড়ে একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। মুম্বই ছাড়াও এদিন ভোর থেকেই বৃষ্টি হয়েছে আন্ধেরি এবং সান্তাক্রুজেও। আগামী ২৯ জুন পর্যন্ত গোয়া, কোঙ্কন এবং মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। কাজেই একটানা গরমে নাজেহাল অবস্থা থেকে অনেকটাই স্বস্তি মিলেছে শহরবাসীর। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সূত্রের খবর, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মধ্যে মহারাষ্ট্রে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জায়গায় বৃষ্টি শুরু হতে এখনও বেশ কয়েকদিন লাগবে বলেও জানিয়েছেন আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক। দীর্ঘদিন ধরে অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র জলসঙ্কটে ভুগছে এরাজ্য।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

দেববর্মা। অবরোধ কারীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। জলের সমস্যার কথা অনুধাবন করে শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তবে অবরোধ কারীদের কাছে অনুরোধ জানান পথ অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য। বিধায়কের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে অবরোধ মুক্ত হয় সড়ক। এদিকে বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা জানান এই এলাকায় ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে শীঘ্রই জল পৌঁছে দেওয়া হবে।

কমিশন

● **প্রথম পাতার পর**

নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে গৃহবধূ নয়না দাস দেবকে হত্যা করা হয়েছে নাকি নির্যাতনের জেরে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানিয়েছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী আরও বলেন, রাজ্যে প্রতিনিয়ত এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এর অবসান চান তিনি। এজন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি দাবি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

তৎপর হতে হবে। রাজ্যের মিজোরাম সীমান্ত লাগোয়া দামছড়া ও কাঞ্চনপুরে ড্রাগস-এর বাড়বাড়ন্ত রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা বোনেরা যখন জেগে উঠেন তখন নেশার মত অনেক ভ্রষ্টাচার দূর হয়ে যায়। একজন আদর্শ মা একজন আদর্শ সন্তান তৈরী করতে পারেন। এর প্রক'ষ্ট উদাহরণ গোমতী জেলার চন্দ্রপুরের দিব্যাঙ্গ সন্তান প্রলয় দে। তার মায়ের অনুপ্রেরণায় সে এবছর মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই গরিবী ও প্রতিবন্ধকতা কোন অভিশাপ নয়। অন্যরাও চেষ্টা করলে সফলতা পেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'এক নতুন ভারত' এর স্বপ দেখছেন। দেশের বিকাশে তিনি এক নতুন দিশা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশের সাথে সবকা বিশ্বাস' জড়ে দিয়েছেন। আজ ১৩০ কোটি ভারতবাসীর মনে আশার স'ার হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রী পথ অনুসরণ করে চলেছে। রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করতে ক'ষি, উদ্যান, পর্যটন, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য, রেশম চাষ এই ক্ষেত্রগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই ক্ষেত্রগুলিতে কম সময়ে রোজগারের সুযোগ স'ষ্টি হয়। গতবছর ভারতীয় খাদ্য নিগমের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে কিলো প্রতি ১৭ টাকা ৫০ পয়সা দরে ১০ হাজার মে.টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এবছরও ধান কেনা হচ্ছে। বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারলে ধীরে ধীরে গাঁজাচাষ সহ মাদক চালান হ্রাস পাবে। আমরা সকলকে নিয়েই এক নতুন ত্রিপুরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে চাই।

বিশেষ অতিথির ভাষণে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেন, রাষ্ট্রসংঘ ১৯৮৭ সাল থেকে আজকের দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। এবছর এই দিনটির স্প্লোগান হল 'হেলথ ফর জাস্টিস, জাস্টিস ফর হেলথক্র স্বাগত ভাষণে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং জানান, রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য গড়তে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সরকার এর প্রতিরোধে ১৯৮৫ সালে এন ডি পি এস অ্যাক্ট চালু করে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ২ কোটি টাকার গাঁজা ধংস করা হয়েছে।

আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীর অধিকর্তা ড. এইচ কে পতিহারী, বি এস এফ'র ডি আই জি এ কে যাদব, রাজ্য পুলিশের ডি আই জি জি কে রাও ছাড়াও সি আর পি এফ, বি এস এফ, আসাম রাইফেলস, আরক্ষা প্রশাসনের আধিকারিকগণ, জওয়ানগণ ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাচক্রের পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব ফিতা কেটে নেশা বিরোধী অভিযানের সাফল্যের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী পতাকা নেরে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর সূচনা করেন। এই র‍্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা শেষে পুনরায় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

অপরিচিত মৃত মহিলার সনাক্ত করণ চাই

Ref. G.B o/o G. D Engtry No-24, dated - 21/06/2019

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ। বয়স- ৪২, উচ্চতা- ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি প্রায়, গায়ের রঙ - শ্যামলা, মুখমন্ডল- গোলাকার, চুল- আধা ইঞ্চি, কালো গত ০৬/০৬/২০১৯ইং তারিখ বিকাল ২টা ৪৫ মিনিট সময়ে কে/সি/ও Setiozopherenia and fever রোগে আক্রান্ত হয়ে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং গত ২১/০৬/২০১৯ইং তারিখ বিকাল ৩টা ৪৫মিনিট সময়ে মারা যান। কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন এখন পর্যনত মৃত মহিলার দাবি করেন নাই। বর্তমানে মৃতদেহ, মহিলার দাবী করেন নাই। বর্তমানে মৃতদেহ রাখা হয়েছে আগরতলা জিবি হাসপাতলের মর্গে মৃতদেহ সনাক্তকরণ করার জন। উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মৃত মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সি টি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) জিবি টিওপি - ০৩৮১ ২৩৫ ৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D/420/19-20

চলতি বিশ্বকাপে নিজের প্রথম শতরান পেতে এই কাজগুলিই করছেন কোহলি

দেবাশিস সেন, ম্যাঞ্চেস্টার: চলতি বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন শিখর ধাওয়ান। জোড়া শতরানের মালিক হয়ে গিয়েছেন রোহিত শর্মাও। কিন্তু তাঁর ব্যাট থেকে এখনও সেঞ্চুরি আসেনি। টুর্নামেন্টে তাঁর দুর্দান্ত ফর্ম নিয়ে কোনও সংশয় নেই। ইতিমধ্যেই গড়ে ফেলেছেন একগুচ্ছ রেকর্ডও। কিন্তু শতরান করার জন্য ছটফট করছেন বিরাট কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে সেঞ্চুরির খাতা খুলতে ঠিক কতটা মরিয়া ভারত অধিনায়ক, তা তাঁর প্র্যাকটিসের ধরনেই স্পষ্ট।ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম ১১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছেন এই বিশ্বকাপের মধ্যেই। ফের নয়া রেকর্ডের থেকে মাত্র ৩৭ রান দূরে কোহলি।

এই রান করলেই দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০ হাজার রান ঝুলিতে ভরবেন তিনি। তাঁর বর্তমান সংগ্রহ ১৯ হাজার ৯৬৩ রান। বিশ্বের ১২তম এবং তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই মাইলফলক স্পর্শ করবেন তিনি। টপকে যাবেন শচীন তেণ্ডুলকর এবং ব্রায়ান লারাকে। যাঁরা ৪৫৩ ইনিংসে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। ভারতীয় হিসেবে এই নজির রয়েছে শচীন ও রাহুল দ্রাবিড়ের। তবে এসব রেকর্ড নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না কোহলি। তাঁর ফোকাস এখন শুধুই শতরান করার দিকে। মঙ্গলবার ঠিক সেভাবেই প্রস্তুতি নিলেন অধিনায়ক। তাঁর অনুশীলনের চারটি দৃশ্য তুলে ধরছি।প্রথম দৃশ্য, ইন্ডোর প্র্যাকটিসের সময় কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা গেল কোহলিকে। বিভিন্ন শট নিয়ে ক্যাপ্টেনকে পরামর্শও দিলেন কোচ।দ্বিতীয় দৃশ্য, অটোমেটেড বোলিং মেশিন ব্যবহার করেই প্রথমে নেট প্র্যাকটিস করছিলেন তিনি। কিন্তু খানিকক্ষণ পরই তা বন্ধ করে দেন। মনে হল, বলের লেংথ পছন্দ হচ্ছে না। তাই মত বদলান। তৃতীয় দৃশ্য, দলের সাপোর্ট স্টাফ রঘুকে বলেন, ম্যানুয়াল মেশিন থেকে বল থ্রো করতে। সেভাবেই অনেকক্ষণ চলে ব্যাটিং অনুশীলন। চতুর্থ দৃশ্য, সহকারী কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার কোহলিকে বল থ্রো-ডাউন দিচ্ছিলেন। এককথায় সেঞ্চুরি পেতে সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কোহলি।

এদিকে, পাকিস্তান ম্যাচে চোট পাওয়া ভুবি প্র্যাকটিসে ফেরায় অনেকটাই স্বস্তিতে ভারতীয় শিবির। হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরায় সেই ম্যাচে ওভারের মাঝেই মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। নেটে প্রায় আধ ঘণ্টা বল করেন। তাঁকে দেখে অনেকটাই ফিট মনে হল। এবার দেখার ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁকে দলে ফেরানো হয় কি না। কারণ তাঁর পরিবর্তে প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া শামি আফগানদের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

১৯৯২-এর পুনরাবৃত্তির আশায় বুক বাঁধছেন আক্রম

১৯৯২ সালের বিশ্বকাপের সঙ্গে এ বারের বিশ্বকাপের মিল খুঁজে পাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম। ২৭ বছর আগের বিশ্বকাপেও ঠিক একই পরিস্থিতিতে পড়েছিল পাকিস্তান।সেখান থেকে ইতিহাস গড়েছিল ইমরান খানের পাকিস্তান। ফাইনালে ওয়াসিম আক্রমের দুটো স্বপ্নের ডেলিভারির স্মৃতি এখনও জীবন্ত ক্রিকেটপাগলদের মনে। এ বারও কি সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে?চলতি বিশ্বকাপেও সময়টা ভাল যাচ্ছে না পাকিস্তানের। শেষ চারে সরফরাজ আহমেদরা যেতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে পাক-সমর্থকদের মনেও। ভারতের কাছে হারের পরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল পাক অধিনায়ককে। বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটাও পাকিস্তানের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিউয়িদের বিরুদ্ধে নামার আগে "সুলতান অফ সুইং" জিও টিভিকে বলেন, """১৯৯২ সালে আমাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিউজিল্যান্ড অপরাজিত ছিল। আমরা সে বার ম্যাচটা জিতেছিলাম। এ বারও নিউজিল্যান্ড একটা ম্যাচও হারেনি বিশ্বকাপে। আশা করি পাকিস্তান হারাতে পারবে নিউজিল্যান্ডকে। তবে ছেলেদের সেরাটা দিতে হবে।""ভারতের কাছে হারের পরে দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান। আগের ম্যাচে প্রোটিয়া-বাহিনী পাকিস্তানের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছে। মহম্মদ আমির-সরফরাজরা ১৯৯২ সাল ফেরাতে পারেন কিনা, তা বলবে সময়। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে বুধবার কিউয়িদের হারানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা খোলা নেই পাকিস্তানের।

ভারত ভাল দল, কিন্তু ওদের হারানোর ক্ষমতা আমরা রাখি, বলছেন শাকিব

আফগানিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ চারে যাওয়ার আশা জিইয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। ৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে মাশরাফি মোর্তাজার দল।এক ম্যাচ কম খেলা ইংল্যান্ড ৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে। বাংলাদেশের সেরা অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান মনে করেন, ইংল্যান্ডের থেকে তাঁদেরই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যাওয়ার সুযোগ বেশি। কারণ ইংল্যান্ডকে বাকি তিনটি ম্যাচই জিততে হবে। অন্য দিকে, দুটো ম্যাচ জিতলেই বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে সেমিফাইনালে। কাজটা কঠিন ঠিকই। কিন্তু ভাল খেললে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।"বাংলার বাঘ"দের পরের দুটো ম্যাচ ভারত ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এই দুটো ম্যাচ জিতে শেষ চারের পাসপোর্ট জোগাড় করতে চাইছেন শাকিবরা। সোমবার আফগানদের হারিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে "টিম ইন্ডিয়া"কে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রেখেছেন তিনি।সাম্প্রতিক কালে, ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশই ভারতকে বেশি বেগ দিয়েছে। নখ-দাঁত হারিয়ে ফেলা পাকিস্তান এখন আর ভারতের কঠিন প্রতিপক্ষ নয়। ২ জুলাইয়ের ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ প্রসঙ্গে শাকিব বলেন, """ভারত অন্যতম সেরা দল। ওরা খেতাব জেতার লক্ষ্য নিয়ে নামছে। আমরাও নিজেদের সেরাটা দেব।""বাংলাদেশ নিজেদের সেরাটা দিলে কী হয়, তা সবারই জানা। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপ এখনও ভারত সমর্থকদের দুঃস্বপ্নে।

ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দিতে পারে বুমরা, বলছেন বিশ্বজয়ী ক্লার্ক

বিশ্বকাপে আগুন জ্বালাচ্ছেন ভারতের পেসার যশপ্রীত বুমরা। তাঁর বোলিংয়ের প্রশংসায় ২০১৫ বিশ্বকাপজয়ী অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। বুমরার দাপটে ভারত আরও একবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ২২৪ রানের পুঁজি হাতে নিয়ে বল করতে নেমেছিলেন বুমরা-শামিরা। দরকারের সময়ে পার্টনারশিপ ভেঙেছেন বুমরা। ডেথ ওভারে দুরন্ত ইয়র্কার দিয়ে আফগান ব্যাটসম্যানদের আটকে রেখেছিলেন। শেষ ওভারে শামির ইয়র্কারে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আফগানিস্তানের ব্যাটিং লাইন আপ।ক্লার্ক বলেন, """অধিনায়ক হিসাবে বুমরার মতো বোলারকে সবাই দলে পেতে চাইবে। বুমরা ফিট এবং স্বাস্থ্যবান। ইনিংসের শুরুতে বল সুইং করাতে পারে। মাঝের ওভারে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫০ কিলোমিটার বেগে বল করে ব্যাটসম্যানদের সমস্যায় ফেলতে দক্ষ। ইনিংসের শেষে ওর ইয়র্কার ভয়ঙ্কর।""" একমাত্র আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেই বড় রান করতে পারেননি ভারতের ব্যাটসম্যানরা। বোলাররা এই ম্যাচে এনে দেন জয়।পেসারদের পাশাপাশি স্পিনারদেরও কিন্তু জয়ের পিছনে ভূমিকা রয়েছে। যুজবেন্দ্র সহাল ও কুলদীপ যাদবেরও প্রশংসা করেন ক্লার্ক, """স্পিন সহায়ক পিচ না হওয়া সত্ত্বেও, "কুল-চা" যে ভাবে বল করছে তা অনবদ্য।""" দুইস্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্তও সঠিক বলে মত তাঁর।ক্লার্ক মনে করেন, বুমরার বলে বলীয়ান হয়ে ভারত পুনরায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হতেই পারে। টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলোয় বুমরার জাদু দেখার অপেক্ষায় ক্লার্কও।বুমরা যেমন বল হাতে বিপক্ষের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন, বিধ্বংসী ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারও ব্যাট হাতে সমস্ত অঙ্ক বদলে দিতে পারেন বলে মনে করেন ক্লার্ক।ভারতের বিরুদ্ধে ধীর গতিতে রান করার জন্য সমালোচিত হন ওয়ার্নার। ওই একটা ম্যাচেই অজি ওপেনার নিজের ছন্দে ব্যাট করতে পারেননি। বাকি ম্যাচগুলোয় বাঁ হাতি ওপেনার নিজের নামের প্রতি সুবিচার করেছেন। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এখন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ওয়ার্নার।বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সতরান করেন তিনি।ক্লার্কের মতে, """টি টোয়েন্টি আর ওয়ানডে ফরম্যাট এক নয়। তাই ব্যাট হাতে নেমেই মারার দরকার পড়ে না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আগে নেটে বোলিং করলেন ভুবনেশ্বর কুমার

বিধ্বংসী ওপেনিং ব্যাটসম্যান শিখর ধাওয়ানের চোট পাওয়াতে গোটা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া যে এক অপূরনীয় ক্ষতি করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। যদিও তার বিকল্প চিন্তা ইতিমধ্যে করে ফেলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ধাওয়ানের চোটের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের চোটের কবলে পড়েছিলেন আরেক তারকা বোলার ভুবনেশ্বর কুমার।গত পাকিস্তান ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন এরপর স্বাভাবিক ভাবেই তার চোটের দিকে নজর ছিলো গোটা ভারতীয় দলের।এইবার তাদের স্বস্তি দিয়ে নেটে বোলিং করলেন এই বোলার।আগামী বৃহস্পতিবার ম্যানেস্টারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত।সেই ম্যাচের আগে ভুবনেশ্বরের নেটে বোলিং করাটাকে একটা ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখা হলেও তিনি সেই দিন ম্যাচে খেলবেন কিনা সেই বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ভুবনেশ্বরের সেই বোলিং করার ভিডিও ছাড়া হয়েছিল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে।প্রসঙ্গত, পাকিস্তান ম্যাচে চোট পেয়ে ভুবির ছিটকে যাওয়ায় তার বদলে দলে সুযোগ হয়েছিল মহম্মদ শামির।আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে তারকা বনে গেছেন এই ভারতীয় বোলার।প্রসঙ্গত, তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার যিনি বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।এর আগে ১৯৮৭ সালে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন চেতন শর্মা।পাশাপাশি ওইদিন ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১১ রানে জয়ের মধ্যে দিয়ে চলতি বিশ্বকাপে জয়ের ধারা বজায় রাখলো ভারত।এখন লিগ টেবিলে তিন নম্বরে রয়েছে বিরাটরা পাঁচ ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে।নেটে বোলিং করলেও আগামী বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচে ভুবনেশ্বর কুমারের খেলার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে করা হচ্ছে।কারন গত ম্যাচে সুযোগ পেয়ে যেমন ফর্মের প্রদর্শন দিয়েছেন শামি সেক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে ভুবনেশ্বরের ক্ষেত্রে দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না ক্রিকেট বোর্ড।প্রসঙ্গত, এবারের বিশ্বকাপের শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে আছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।গত ৫ ই জুন সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে এবারের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিলো বিরাটরা।এরপর একে একে অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান কে হারিয়ে এই মুহূর্তে লিগ টেবিলে তিন নম্বরে রয়েছে বিরাটরা পাঁচ ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে।ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ভারতের তিন নম্বর বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন।আগামী বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের পরবর্তী ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত।

NO. F.7 (4)/BDO/DKL/Audit-TDR/ 2018-19/2449
Dated 24.06.2019

SHORT NOTICE INVITING TENDER.

On behalf of the Governor of Tripura the undersigned hereby invites sealed tender of rate from the resourceful supplier/ vendor for supply of **Office stationery (A list in shape of Annexure -A tender form in shape-B)) available to Audit section** to the Block Development Officer, Duklii RD Block **for the financial year 2019-20.**

The tender will remained open up to 4.00 **PM** of 03/07/2019 on all working days and tender box will be opened on the same day after 4.15 PM if possible.

ICA/C/535/19

(R. Chakraborty, TCS)
Block Development Officer,
Dukli RD Block

SHORT NOTICE INVITING Re-TENDER

.Sealed Re-tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied fish seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs /MSS Ltd.) of Khowai RD Block, Khowai Sub-Division producing available quantity fish fingerlings in their owned/Leased out water bodies for supply of **Catla** Fingerlings in different GP areas under the **Khowai RD Mock** during the year 2019-20. The last date of submission of the tender is **03 070019 upto 4.00 PM.** The eligible tenderer must be within the area of Khowai RD Block. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before **02/07/2019** on any working days (from 11.00 am to 5.00 pm) for collection of tender form and detail terms and condition.

ICA/C/530/19

(KRISHNA HARI TRIPURA)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
KHOWAI SUB-DIVISION

No.F.75 (56)-DSWE/ACCTT/2012(L-1)/1446
Dated, Agt 24/06/2019

TENDER FOR HIRING OF LIGHT VEHICLE SCROPIO ON RENTAL BASIS FOR A PERIOD OF 0 1 (ONE) YEAR.

Sealed quotation is hereby invited on behalf of the Social Welfare and Social Education Department, Government of Tripura from the interested lawful Owners of light vehicle 1(one) Scorpio having valid commercial registration issued by the Transport Authority of Tripura for hiring on rental basis for period of 01(One) year for use within the state.

1.Last date of receipt of the quotation: - 5th July, 2019 up to 3.00 PM.
2.Opening of the quotation: - 8th July, 2019 at 2.00 PM.

Detailed terms & conditions of the tender is available in Departmental website www.socialwelfare.tripura.gov.in and hard copy can be seen in the Notice Board of the Office of the Directorate of Social Welfare and Social Education, Abhoynagar, Agartala, Tripura on all working days from 10 A.M. onwards.

ICA/C/507/19

Director
Social Welfare & Social Education
Abhoynagar, Agratala, Tripura.

SHORT -NOTICE INVITING RE-TENDER FOR SUPPLY OF STATIONERY ARTICLES

Sealed tender(s) in plain paper for "Stationary Articles" are invited for and on behalf of the Governor of Tripura from the registered Co-operative Societies/Lamps/Pacs /bonafied, experienced and resourceful Govt. order suppliers for the office of the Supdt. of Agriculture, Padmabil Agri. Sub-Division, Khowai. The tenderer should quote their rate both in figures and words in the tender form.

Tender will be received on dt. 04-07-2019 upto **3.00 PM** and will be open on the same date in the 0/o the undersigned at **3:30 PM,** if possible in presence of the tenderer or hiS/her/ their authorized representatives.

ICA/C/518/19

Arabinda Debbarma
Supdt. of Agriculture
Padmabil

PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:-04/EO/TRRDA/ 2019-20 date: 21/06/2019

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY)
e-Procurement Notice

The **Empowered Officer,** Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system for special repair of road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the district of **North** for **1 number of package with estimated cost for 2124.997 lakh** from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD / TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD/Central & State Public Sector undertakings*. Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: **21/06/2019 (dd/mm/yyyy) Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be_submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities. The bidders are required to submit (a) original Demand Draft towards the cost of bid document and (b) original bid security in approved form and (c) original affidavit regarding correctness of information furnished with bid document as per provisions of Clause 4.4 B (a) (ii) of ITB with ***Empowered Officer, Tripura RRDA, 7th Block,2nd Floor, Secretariat Building, Agartala,*** on a date not later than three working days after the opening of technical qualification part of the Bid i.e., up to **24/07/2019 till 1500 Hours** either by registered post or by hand, failing which the bids shall be declared non-responsive.

Last Date/ Time **for receipt of bids through e-procurement: 20/07/2019 upto 1500 HRS.**

For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Sec retariat Building, Agartala

*Non-registered bidders may submit bids; however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract

ICA/C/546/19

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala invites sealed restricted tender(s) against Press NIe-T No **05/EE/ 1)NIe-T/MECH-DIVN/AGT/2019-2020 Dated 21/06/2019**

For The work:- Annual maintenance of Split type(1.5TR/ 2.0TR), Mega split(3.0 TR),Window Type(1.5TR) and Ductable(3TR) AC systems(as per annexture-1) at Jayanti Block & Old Hospital Building of AGMC & GBP Hospital, Agartala for a period of 01(one) Year **(2nd call)**
DNIe-T No: 08/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2018-2019.
Estimated Cost:- 783600.00, Earnest Money:-7836.00 , Time for Completion:- 12 (Twelve) months

Name of Work : Annual maintenance of AC systems and cooling appliance (As per Annexure-I) installed **at Regional Cancer Center, Agartala for (2018-2019) 01 (One) Year. (2nd** call)
.DNIe-T No: 14/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2018-2019
Estimated Cost:- **4,42,250.00,** Earnest Money:- 4,423.00, Time for Completion:- 12 (Twelve) months

Name of Work : Annual maintenance of Non-VRF AC system of Secretariat Building, Assembly Building and Tripura High Court Building Agartala for the 2018-2019 **(2" call)**
DNIe-T No:18/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2018-19
Estimated Cost:- **6,99,740.00,** Earnest Money:- **6,997.00,** Time for Completion:- 12 (Twelve) months

Deadline for online biding:- Up to 15.00 Hrs on 12th July 2019
For Details please visit
www.tripuratenders.gov.in
Or
www.eprocure.gov.in
Or
www.tripura.nic.in
Or
Office of the Executive Engineer, Mechanical Division, PWD(R&B), Agartala

ICA/C/524/19

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD(R&B)
Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 01/EE/SBM/DIVN/SBM/2019-20 Dated 24-06-2019

The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura, invites on behelf of the Governor of Tripura sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 PM on **18-072019** for the following works.

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date and time for receipt of application for issue of tender form	Time and date of opening tender. Documents	Place of sale of tender documents	Class of T enderer.
1	Mtc. of Food Go-down approach road under the Jurisdiction of Sabroom PWD (R&B), Sub-Division/ SH: Soling, metalling, carpeting etc. during the year 2018-19. **D.N.I.T. No. 19/NIT/EE/SBM/DIV/ SBM/2019- 20**	Rs. 3,48,405.00	Rs. 3,484.00	03(three) Months	Upto 16.00 Hrs on 15/07/2019	At 15.30 Hrs on 18/07/2019	Office of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R&B), Sabroom, South Tripura.	Appropriate Class

The notice can also be seen at Website: www.tripura.nic.in &/

ICA/C/541/19

(Er. S. Debbarma)
Executive Engineer
Sabroom Division, PWD (R&B)
Sabroom, South Tripura.

PRESS **NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 03 /EE/RD/KGT/DIV/2018-19 Dt.21/06/2019**

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites **percentage rate e-tender** in PWD Form No. 7 on single bid system from the Central & State public sector Undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC /MES/ CPWD/ Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. of 11/07/2019** for the following works:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of tender	Time of Completion	Last date and time for e-biding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Formation of road with CD, retaining wall, earth filling and brick soling from PWD main road to Arabindanagar Colony under Tillagaon G.P, Gournagar R.D Blocft during 2018-19.DRAFT NIT No: 01/SE/RD/3rd Circle/KGT/ 2019-20, Dt.07/06/2019	Rs. 15,11,214.00	Rs. 15,112.00	Rs. 500.00	06(six) months	Upto 3.00 PM on 11/07/2019	At 3.30 PM on 14/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
2	Constn. Of new Lab building for Science stream & Geography at Fatikroy H.S School under Kumarghat R.D Block during 2017-18. **DNIT.No. 02/SE/RD/3rdCircle/KGT/ 2019-20 Dt 21/06/2019**	Rs. 23,56,385.00	Rs. 23,564.00	Rs. 500.00	12(twelve) months				

This is most preliminary information. Details shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in . However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to **een 1 kut(&,gm ail.com**

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C/513/19

(Er: Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

PNIT NO: F.9.(30)-EXAM/TPSC/2019 Dated:26/06 /2019

The Tripura Public Service Commission invites an e-Tender in two-bid system (Technical & Financial) with Item-wise contract type through website http://tripuratenders.gov.in from the bonafied manufactures or their authorized dealers and bid submission **last date 27/07/2019** for the following work:

Sl No	Name of the work	Tender value/ Estimated cost	EMD & Tender Fee	Completion period	Document Down-loading Date & Time	Bid opening date	Place of bidding
1	Rate per unit for Design, Printing, Packing, Sealing and delivery of OMR sheet up to the Commission's office(Without Carbon copy)	Rs. 4,00,000 (four lakn)	EMD 2% of Tender/bidder quote Tender :Rs.2000 (Two Thousand only) period)	730 days which may be extended by the decision of the Commission Tender (Period)	26/06/2019 at 11.30 Hrs	05/08/2019 at 12:00 hrs onward	e-procurement portal, Government of tripura at https://tripuratenders.gov.in
2	Rate per unit for Design, Printing, Packing, Sealing and delivery of OMR sheet up to the Commission's office(With Carbon copy)	Rs. 6,00,00 (Six lakn)					
3	Rate for scanning, evaluation & preparation of merit list as per the Commission's requirement for per unit OMR sheet to be quoted.	Rs. 12,00,000 (Twelve lakn)					

All the Information of the above stated tender is available in https://tripuratenders.gov.in

(S. Mog)
Secretary of TPSC
Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

খারচির প্রাক্ প্রস্তুতি

ভারত সফরে মার্কিন বিদেশ সচিব, কৌশলগত বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন (হি. স.) : মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পিও বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন এবং ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য মূল কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় তাদের। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নয়াদিল্লিতে একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পিও। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিকেলে এই যৌথ বৈঠক করেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এবং মার্কিন বিদেশ সচিব।

মঙ্গলবার রাতেই ভারত সফরে নয়াদিল্লি এসে পৌঁছেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পিও। এদিন মধ্যাহ্নভোজে ভারতের কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। বলাই বাহুল্য, মোদী সরকারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হওয়ার পর এই প্রথম কোনও দেশ থেকে এত উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি এলেন ভারতে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, আগামী ২৮-২৯ জুন জাপানে ''জি-২০ ওসাকা সামিট''-এ অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মাইক পম্পিও-র বৈঠকের একটি ছবি টুইট করে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার জানিয়েছেন, 'আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য একত্রে কাজ করে চলেছি। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতামত বিনিময় করার জন্য মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পিও প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আগামী ''জি-২০ ওসাকা সামিট''-এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী।' কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার পর কূটনৈতিক সূত্র এদিন জানিয়েছে, এস-৪০০ ইস্যুতে ভারতকে নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন। কারণ, বর্তমানে রাশিয়ার সঙ্গে এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত। এদিন সাউথ ব্লকে জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও দেখা করেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব। জাপানের ওসাকায় জি-২০ সামিটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের আগে পম্পিওর এই সফর যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ। আগামী ২৮-২৯ জুন জাপানের ওসাকায় জি-২০ সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা। বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে এদিনের বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ের চুক্তি, সন্ত্রাসবাদ, এইচ -১ বি ভিসা, ইরান থেকে তেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বৈঠকের শুরুতেই জানান, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং এটি আসলে গভীর ও বিস্তৃত এবং গত কয়েক বছর ধরে ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে এদিনের বৈঠক থেকে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সন্ত্রাসবাদ দমনে ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে যে শক্তিশালী সমর্থন আমরা পেয়েছি তার প্রতি আমাদের উপলব্ধি প্রকাশ করেছি মার্কিন বিদেশ সচিবের কাছে। সীমান্তে সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য প্রকৃতপক্ষে ''জিরো টলারেন্স'' নীতিতেই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী। উভয় দেশের স্বার্থ ও দুই বিদেশমন্ত্রীর মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলা উভয়েই কূটনীতির কাজ। স্পষ্টতই যে কোনও সম্পর্কের মধ্যে নির্দিষ্ট কতগুলি বিষয় উপস্থিত হয় এবং এর বেশিরভাগ বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করেছি।' দিল্লিতে প্রচার মাধ্যমকে সম্বোধনকালে আমরা একে অপরকে শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক অংশীদার হিসাবেই নয়, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পিও। প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্কের বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উভয় দেশের সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং মুক্ত এবং খোলা ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য দুই দেশের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সহ মার্কিন-ভারত অংশীদারিত্ব ইতিমধ্যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আমরা শক্তি, মহাকাশ গবেষণা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছি।' ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরে বিষয়ে এস জয়শঙ্কর বলেন, 'ইন্দো-প্যাসিফিক কারও বিরুদ্ধে নয় এবং শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা এমন একটি ছবি দেখছি যেখানে স্বাধীন দেশগুলি বিশ্বব্যাপী উন্নতির জন্য একত্রে কাজ করবে।'

আমেরিকার অ্যাডভারসারিজ থ্রু স্যাংশনস অ্যাক্ট ইস্যুর বিরোধিতা করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, 'বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গেই আমাদের অনেক সম্পর্ক রয়েছে, এদের অনেকগুলিই স্থায়ী। তাদের প্রত্যেকের এক-একটি পৃথক ইতিহাস আছে। জাতীয় স্বার্থের জন্য যা সবথেকে ভাল, আমরা সেটাই করব।' ''ইউএস-ইরান উত্তেজনা'' নিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি, শক্তির নিরাপত্তা এর একটি অংশ, তবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য ইত্যাদিও রয়েছে। আমরা ইরানের উপর একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছি, স্পষ্টতই যেখানে আমরা ভিত্তি করে আছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট ইরান সম্পর্কে আমেরিকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। উভয় দেশই অবশ্যই এই বিষয়ে একে অপরের সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পেরেছে।' অন্যদিকে, ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সম্পর্ক যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ভারত আমেকিকার স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স পার্টনার হওয়া সত্ত্বেও মস্কো যে নয়াদিল্লির দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা-বন্ধু, সেটা অস্বীকার করা যায় না। একথাই স্পষ্ট করে এদিন রাশিয়া থেকে এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয়ের চুক্তি বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, ভারতের সঙ্গে বহু দেশের সম্পর্ক রয়েছে। আর ভারত-রুশ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। জাতীয় স্বার্থের জন্য যা সবথেকে ভাল, আমরা সেটাই করব। জাতীয় স্বার্থরক্ষায় যা যা প্রয়োজন, তা করবে ভারত। ভারত হল আমেরিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী এবং দুদেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন লেফটানেন্ট জেনারেল রণবীর সিং

শ্রীনগর, ২৬ জুন (হি.স.) : আগামী পয়লা জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে অমরনাথ যাত্রা। তার আগে এদিন কাশ্মীরে গিয়ে পূণ্যার্থীদের নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখেন সেনাবাহিনীর নর্থান কম্যান্ডের প্রধান লেফটানেন্ট জেনারেল রণবীর সিং।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র কর্নেল রাজেশ কালিয়া বলেন, দুই দিনের কাশ্মীর সফরে এসে অমরনাথ যাত্রার সুরক্ষা দিকটি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন লেফটানেন্ট জেনারেল রণবীর সিং। সেনাবাহিনীর তরফে জানা গিয়েছে লেফটানেন্ট জেনারেল রণবীর সিং, শ্রীনগরে মোতায়েন থাকা ১৫ কোর্পের লেফটানেন্ট জেনারেল কে জে এস ধিলোন অমরনাথ যাওয়ার পহেলগাঁও এবং বালতালের রাস্তায় নিরাপত্তার প্রস্তুতিগুলি খতিয়ে দেখেন। পূণ্যার্থীদের নিরাপত্তার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যের অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে তাও অবগত করানো হয় নর্দান কম্যান্ডের প্রধানকে। পাশাপাশি সবকটি নিরাপত্তা সংস্থা যে নিজেদের মধ্যে গোপন তথ্য আদান প্রদান করে চলেছে তাও জানানো হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জুন অমরনাথ যাত্রা নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছিলেন লেফটানেন্ট জেনারেল রণবীর সিং। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে এবার প্রায় ১.১০ লক্ষ পূণ্যার্থী অমরনাথ যাত্রায় যোগ দেবেন। পয়লা জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা চলবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত।

প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে স্বস্তি, অসম-সহ সংলগ্ন রাজ্যে বৃষ্টি

গুয়াহাটি, ২৬ জুন (হি.স.) : দাবদাহ থেকে স্বস্তি দিয়ে অসম-সহ সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে ধারা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে অসমের উর্ধগামী পারাস্তম্ভ বুধবার ভোর থেকে হ্রাস পেয়েছে। এই ধারা আগামী ২৪ ঘণ্টা থাকবে বলে গুয়াহাটির আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে।

গত কয়েকদিন থেকে প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন রাজ্যের জনসাধারণ। কামাখ্যাধামে অম্বুবাচি মেলার সময় সচরাচর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এবার ছিল এর ব্যতিক্রম। অম্বুবাচি শুরুর প্রথম দিন অর্থাৎ প্রবৃত্তির দিন, ২২ জুন সকালে সামান্য বৃষ্টি হয়ে দোষ রক্ষা করেছিল প্রকৃতি। কিন্তু এর পর গত চারদিন কাঠফাঁটা রোদে ত্রাহিত্রাহি মধুসূদন অবস্থা হয়েছিল কামাখ্যার পুণ্যার্থীদের, সঙ্গে আমজনতার। তবে আজ অম্বুবাচির নিবৃত্তির দিন ধরিত্রী ঠাণ্ডা করে মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে প্রকৃতি।

আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এদিন থেকে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রটি বলেছে, গুজরাটের উপকূলীয় অঞ্চলে 'বায়ু' নামের সামুদ্রিক ছয়ের পাতায় দেখুন

মাল্টি স্টোরিড টাউনশিপ গড়ে তোলার জন্য আগরতলায় তিনটি স্থান চিহ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে আজ মহাকরণের ১নং কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় টাউনশিপ প্রকল্প এবং আগরতলা সহ ১৯টি নগর এলাকায় জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম বেইসড মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হয়। নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড. মিলিন্দ রামটেকে জানান, গত ৭ মার্চ ২০১৯ ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভলপমেন্ট অথরিটির প্রথম সভায় নগর এলাকার অব্যবহৃত ও খালি সরকারী জমিতে মাল্টিস্টোরিড টাউনশিপ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত চিহ্নিত করেছে এবং সেই জমিতে টাউনশিপ গড়ে তোলার জন্য সভায় প্রস্তাব পেশ করেছে। যে তিনটি স্থান চিহ্নিত করেছে এবং সেই জমিতে টাউনশিপ গড়ে তোলার জন্য সভায় প্রস্তাব পেশ করেছে। যে তিনটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হল - কামান চৌমুহনী নিকট বিবেকানন্দ মার্কেট সাইড, ভগৎ সিং হোস্টেলের কাছে নগরোন্নয়ন দপ্তরের জমি এবং নন্দনগর ড বসকো স্কুলের নিকট আনারস বাগান হোস্টেলের কাছে নগরোন্নয়ন দপ্তরের জমিতে (১.৫ একর) ২৪০টি ফ্ল্যাট এবং নন্দনগর ডন বসকোর নিকট আনারস বাগান এলাকারয় (৫.৮ একর) টাউনশিপে ৬৮০টি ফ্ল্যাট গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি টাউনশিপ প্রকল্পে কি কি সুযোগ সুবিধা ও ব্যবস্থা থাকবে তা মুখ্যমন্ত্রী জানতে চাইলে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে, জিম থাকবে, শিশুদের জন্য পার্ক থাকবে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা থাকবে, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা থাকবে, গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা থাকবে এবং গেইটসহ বাউন্ডারি ওয়াল থাকবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে ফ্ল্যাটগুলি নির্মাণ করা হবে সেগুলি ভালো মানের হতে হবে। প্রস্তাবিত টাউনশিপ এলাকায় রেশন শপ সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে আবাসনে বসবাসকারী সকলে একস্থান থেকেই তাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে যাতে তাদের পাওয়ার পর সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে প্রচারে নিয়ে যেতে হবে। ড. মিলিন্দ রামটেকে সভায় জানান, রাজ্য সরকার কর্তৃক এই তিনটি নতুন টাউনশিপের অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু করা হবে। ইতিমধ্যেই আরাবান ডেভলপমেন্ট অথরিটি জমিরি বিবরণসহ জমির মানচিত্র অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। ড. মিলিন্দ রামটেকে সভায় আরও জানান, টাউনশিপ প্রকল্পে যে ফ্ল্যাটগুলি তৈরি করা হবে সেগুলি অনলাইনের মাধ্যমে বুকিং করার সুবিধা থাকবে। রাজ্যের ২০টি নগর সংস্থার অফিসে এবং ত্রিপুরা আরবান ডেভলপমেন্ট মাধ্যমে বুকিং করার সুবিধা থাকবে। রাজ্যর ২০টি নগর সংস্থার অফিসে এবং ত্রিপুরা আরবান ডেভলমেন্ট অথরিটি কমিশনারের অফিসে বুকিং কাউন্টার খোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পটির সফল রূপায়ণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সভায় উপস্থিত নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

সেচের অপ্রতুলতায় চাষাবাদে মার খাচ্ছে করবুকের চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ২৬ জুন।। সেচের অপ্রতুলতার জন্য ফসল ফলাতে পারছেন না অমরপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকার চাষীরা। সমতলে তো সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো, কিন্তু পাহাড়ে জুমচাষও মার খাচ্ছে অনাবৃষ্টির জন্য।

সংবাদে প্রকাশ, অন্যান্য বছর করবুক মহকুমার জুমচাষীরা জুমের ফসল বাজারে তুলত। শাক সব্জি, ফলমূল এবং জুমের ধান ও চাল। জুমিয়ারা পুরোপুরিভাবে জলের জন্য নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। মহকুমার ভোলানাথ পাড়ার জুমিয়া গোবিন্দ চাকমা জানান সীমান্ত লাগোয়া জুম ক্ষেতে এবছর দুইবার ধুন রোপন করেছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে, সমতলের কৃষকরাও জানান জমিতে এখনও হাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ধানের চারা রোপন করা সম্ভব হচ্ছে না। বিগত বছরগুলিতে এই সময়ে চারা রোপন করার কাজ শেষ হয়ে যেত। সেচের অপ্রতুলতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর পুরোপুরি উদাসীন বলে অভিযোগ চাষীদের।

অন্যদিকে, করবুকক ও শীলাছড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় মাটিগুলির গুনগত মান নিম্নমুখী। উর্বরতা কমে যাচ্ছে।

দেখা গিয়েছে জমিতে হাল দেওয়ার পর মাটি চুনামাটিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। অবিলম্বে কৃষি দপ্তরের তরফ থেকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলে মহকুমার চাষীদের এবছর মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।

উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ও চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন জনজাতি মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রঙ বিচার বন্ধ করার দাবিতে বুধবার উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ও চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন প্রদান করল বিজেপির জনজাতির মোর্চা। সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল বুধবার দত্তরের প্রধান কার্যালয়ে অধিকর্তা ও চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশান ও স্মারক লিপি প্রদান করেন।

জনজাতি মোর্চার নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন উচ্চ শিক্ষায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক রঙ বিচার করা হচ্ছে। আবেদনকারীদের মধ্যে যারা আইপিএফটি সমর্থক তাদেরকেই ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। সহযোগীর বিজেপির জনজাতি মোর্চার সমর্থকদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তাল বাহানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। শুধু তাই নয় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এধরনের তাল বাহানা করছে বলে অভিযোগ। অবিলম্বে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে সংগঠন আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, অনেকেই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য দপ্তর থেকে শিক্ষা ঋণের আবেদন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিভেদের কারণে ঋণ না পাওয়ায় অনেকেই উচ্চ শিক্ষাভাবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ। আইপিএফটি এবং বিজেপি রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকলেও বিভিন্ন দপ্তরের সুবিধা ভোগী বাছাই করার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভেদকামী মনোভাব নেওয়া হচ্ছে। তাতে জোট শরীকদের নেতা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। এর বহির্প্রকাশে কোন্দল আরও চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কাও রয়েছে।

রেগায় বৃক্ষ রোপনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন ।। রেগার অধীনে প্রচুর বৃক্ষ রোপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল পরিবারগুলিকে ২০০ চারা বিলির পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রেগার অধীনে বৃক্ষ রোপন সহ রক্ষনাবেক্ষন করা হবে। কিন্তু, ওই বৃক্ষ রোপন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে করা যাবে না। প্রসঙ্গত, রেগার নিয়মানুসারে বৃক্ষ রোপন এবং উদান পালন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল পরিবারগুলিকে চারা বিলি করে এই কর্মসূচি পালন করা যাবে তবে এই বৃক্ষ রোপনের ফলে আর্থিক দিক দিয়ে উপকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

পঞ্চায়েত ভোট বিভিন্ন দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে একাধিক দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বরাবরে পাঠাল ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি। বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে দাবিগুলি রেখেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ভয়মুক্ত পরিবেশে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে এবং সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চাইলে তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। নির্বাচনী প্রচারে সব রাজনৈতিক দল এবং নির্দল প্রার্থীরা যাতে বিনা বাধায় নির্ভয়ে প্রচার করতে পারেন তার জন্য যথাযথ কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে এবং গণনা কেন্দ্রের ভেতরে অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির যেকোনও ঘটনায় উপযুক্ত প্রশাসনিক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এদিকে, বামফ্রন্ট অভিযোগ করেছে, প্রায় পনের মাস আগে ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে বামপন্থীদের বিশেষ করে সিপিএম কর্মীদের ওপর হামলা, আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে।

আইটি হাব গড়ে তুলতে বেসরকারী সংস্থার সাথে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। রাজ্যকে আইটি হাব হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার তা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তার প্রচেষ্টায় রয়েছে রাজ্যের তথ্য-প্রযুক্তি দফতর। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব এস্তোনিয়ার একটি বেসরকারি আইটি কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। কোম্পানির কর্ণধার ক্রিস রেজ তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব তথ্য-প্রযুক্তি দফতরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ দেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে ৯নং ব্যাটেলিয়ানের টিএসআর ক্যাম্পে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ জুন।। টিএসাআর বাহিনীর জওয়ানরা শুধু বন্দুক নিয়ে নিরাপত্তার দায়িত্বই পালন করেন না, সামাজিক দায়িত্ববোধেও রীতিমতো নজির স্থাপন করে চলেছেন। এরই অঙ্গ হিসেবে বুধবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শান্তিরবাজার মহকুমার সাঁচিরাম বাড়ি টিএসআরের প্রধান কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে শতাধিক জওয়ান ও অফিসার রক্তদানে সামিল হন। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টিএস আরের ৯নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট অনুপ কুমার দাস বলেন, টিএসআর বাহিনী শুধু জন নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে দায় মুক্ত হতে চায় না। সামাজিক জীব হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালনেও এগিয়ে আসতে চায় টিএসআরের প্রতিটি অফিসার ও জওয়ান। প্রায় প্রতিটি ব্যাটেলিয়ানেই রক্তদান সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচি প্রতিবছর পালন করা হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। যারা রক্তদানে এগিয়ে এসেছে তাদের প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন তিনি। ভবিষ্যতেও এধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে সামিল হয়ে ব্যাটেলিয়নে এবং নিজের মর্যাদা বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রক্তদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, ব্লাড ব্যাঙ্কের ইনচার্জ সুজিত রায়, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।